ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

FINAL DRAFT

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
প্রস্তাবনা, শিরোনাম, প্রয়োগ ও সংজ্ঞা		৩-৬
প্রথম খণ্ড	- রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষ	৭-১২
দ্বিতীয় খণ্ড	- অস্থায়ী প্রশাসন	১৩-১৪
তৃতীয় খণ্ড	- রেজল্যুশন উপকরণ	১৫-২৩
চতুর্থ খণ্ড	- ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল (বিসিএমসি)	২৪-২৫
পঞ্চম খণ্ড	- তফসিলি ব্যাংক অবসায়ন	২৬-৩৪
ষষ্ঠ খণ্ড	- তফসিলি ব্যাংকের স্বেচ্ছায় অবসায়ন	৩৫
সপ্তম খণ্ড	- ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিলের অপব্যবহার	৩৬-৩৮
অষ্টম খণ্ড	- বিবিধ বিষয়	৩৯-৪২
তফসিল		৪৩

FINAL DRAFT

বাংলাদেশ ব্যাংক
সচিব বিভাগ
টাকশোর্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সনের ...... নম্বর অধ্যাদেশ)

প্রস্তাবনা, শিরোনাম, প্রয়োগ ও সংজ্ঞা

যেহেতু তফসিলি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট, দেউলিয়াত্ব বা অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ অন্য যে-কোনো ঝুঁকির সময়োপযোগী সমাধান, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং উহার সহিত সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যাংক রেজল্যুশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন; এবং যেহেতু সংসদ.............

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ একটি অধ্যাদেশ প্রণীত হইল:-

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই অধ্যাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২. এই অধ্যাদেশের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৩. অধ্যাদেশের প্রয়োগ।— (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ, অত:পর 'তফসিলি ব্যাংক' বলিয়া অভিহিত, এর রেজল্যুশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ হইলে এই অধ্যাদেশটি, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কিত ব্যাংকিং গ্রুপ বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আওতাধীন যে-কোনো সত্তা (Entity), হোল্ডিং কোম্পানী, অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নন-রেগুলেটেড অপারেশনাল এন্টিটি'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে –

ক) সংশ্লিষ্ট সত্তা বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীসমূহ, যাহারা কার্যক্রম, সেবা বা পরিচালনের ভিত্তিতে তফসিলি ব্যাংকের ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, অথবা হোল্ডিং কোম্পানী বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ, যেখানে তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতা সার্বিকভাবে হোল্ডিং কোম্পানী বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের স্থায়িত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ হইলে;

খ) এই অধ্যাদেশের ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের জন্য রেজল্যুশন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে; এবং

গ) ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আওতাধীন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংক এই অধ্যাদেশের ধারা ১৬-এ নির্ধারিত রেজল্যুশন সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করিলে।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত কোনো কোম্পানী অথবা সত্তা যদি বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানী অথবা সত্তা সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে সেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবে এবং গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তফসিলি ব্যাংকসমূহ সম্পর্কে যে-কোনো ধরনের বিধৃতি উপধারা (২)-এ উল্লিখিত সত্তা অথবা কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৪. সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(১) **'অকার্যকর (Non-viable)'** অর্থ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এইরূপ অবস্থাকে বোঝায়, যাহা ধারা ১৬-এর উপধারা ২-এ বর্ণিত এক বা একাধিক পরিস্থিতির সহিত মিলিয়া যায়;

(২) **'অবসায়ন'** অর্থ সম্পদ বিক্রয় করিয়া নগদে পরিণত করা এবং বাজার হইতে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ করা

(৩) **'অবসায়ন আদেশ'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৫০-এর উপধারা (৬)-এর অধীনে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ;

(৪) **'অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ (Asset Quality Review)'** অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকের স্থিতিপত্রে উল্লিখিত সম্পদের প্রকৃত অবস্থা যাচাই এবং মূলধন স্তরের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে-কোনো উপায়ে সম্পাদিত পর্যালোচনা;

(৫) **'আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান'**-এ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, , অথবা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত;

(৬) **'আমানত সুরক্ষা তহবিল'** অর্থ আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ৩-এর দফা (ঙ)-এ সংজ্ঞায়িত তহবিল;

FINAL DRAFT

(৭) **'আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (Prompt Corrective Action Framework)'** অর্থ এমন একটি ব্যবস্থা, যাহা কোনো তফসিলি ব্যাংক এবং ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ব্যাংকটির অবনতিশীল আর্থিক ও পরিচালনগত অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে, সময় সময়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করে;

(৮) **'ইসলামিক ব্যাংক'** অর্থ সেই তফসিলি ব্যাংক, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(৯) **'উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণ'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ১৪খ-এ সংজ্ঞায়িত শেয়ার ধারকগণ;

(১০) **'কমন ইকুইটি টিয়ার ১ মূলধন উপাদান, এডিশনাল টিয়ার-১ মূলধন উপাদান ও টিয়ার ২ মূলধন উপাদান'** অর্থ এমন যে-কোনো মূলধন উপাদান, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় স্থানীয় তফসিলি ব্যাংক ও বিদেশি তফসিলি ব্যাংক উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়;

(১১) **'কোম্পানী'** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ২(১)-এর দফা (ঘ)-এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানী;

(১২) **'ক্লোজ-আউট নেটিং'** অর্থ জামানত ব্যবস্থার বিধানসহ কোনো চুক্তিভিত্তিক বিধান, বা উক্ত বিধানের অনুপস্থিতিতে এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ বিধান, যাহার দ্বারা কোনো পূর্ব নির্ধারিত ঘটনা ঘটিবার পর, চুক্তির পক্ষসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত পারস্পরিক দায়, যা উক্ত সময়ে পরিশোধযোগ্য হউক না হউক, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অথবা, চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে যেকোন একটির ইচ্ছায় হ্রাসকরণ, নবায়ন, ব্যাখা, সমাপ্তি, সমন্বয় অথবা, অন্য কোন উপায়ে একটি নেট দায় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যাহা অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য হইবে এবং যাহা সম্মিলিতভাবে উক্ত চুক্তিসমূহের বিপরীতে একটি পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে সামগ্রিকভাবে প্রদেয় নেট দায়কে প্রতিনিধিত্ব করিবে;

(১৩) **'গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (Critical functions)'** অর্থ তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের জন্য এবং তাহাদের পক্ষে তফসিলি ব্যাংক ব্যতীত অন্য কাহারওকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী, যেখানে সেই তফসিলি ব্যাংকের আকার অথবা মার্কেট শেয়ার, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আন্তঃসংযুক্ততা, জটিলতা অথবা তফসিলি ব্যাংকের আন্তঃসীমান্ত কার্যক্রমের কারণে এই ধরনের কোনো কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যর্থতা ঘটিলে বাস্তব অর্থনীতির (real economy) কার্যকারিতা অথবা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিবার জন্য অপরিহার্য ব্যাংকিং পরিষেবাগুলোয় ব্যাঘাত ঘটিতে পারে;

(১৪) **'জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ২৯ক-এ সংজ্ঞায়িত সত্তা;

(১৫) **'তফসিলি ব্যাংক'** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 এর Article 2(j) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক;

(১৬) **'ত্বরান্বিতকরণ অধিকার (Acceleration Right)'** অর্থ চুক্তির এইরূপ কোনো বিধান যাহার মাধ্যমে কতিপয় শর্ত পূরণ না হইলে কোনো ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে সমস্ত বকেয়া ঋণ পরিশোধে বাধ্য করিতে পারে;

(১৭) **'দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রম (Hierarchy of claims)'** বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৬৮-এ উল্লিখিত দাবিসমূহ পরিশোধের অগ্রাধিকারের ক্রমকে বুঝাইবে।

(১৮) **'দায়ী ব্যক্তি'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৮-এ বর্ণিত ব্যক্তি;

(১৯) **'দেউলিয়াত্ব'** অর্থ এমন পরিস্থিতি, যা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ২৪২ এবং/অথবা ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৬৫(৪)-এ উল্লিখিত হইয়াছে;

(২০) **'দেনাদার'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫-এর দফা (ছ)-এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান;

(২১) **'নন-রেগুলেটেড অপারেশনাল এন্টিটি'** অর্থ সেই সত্তা যাহা ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর আওতার বাহিরে থাকিয়া ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের মধ্যে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলির ধারাবাহিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা (যেমন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ মূল্যায়ন, হিসাবরক্ষণ, মানবসম্পদ সহায়তা, ট্রেজারি সার্ভিসেস, আইটি লেনদেন প্রক্রিয়া, আইনি পরিষেবা ও প্রতিপালন ইত্যাদি) প্রদান করে;

(২২) **'নিবন্ধক', অথবা, 'যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের (আরজেএসসি) নিবন্ধক'**-এর অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২(১)(দ)-এ সংজ্ঞায়িত অর্থের অনুরূপ হইবে;

(২৩) **'নিয়ন্ত্রণ'** বলিতে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫-এর দফা (ছছ)-এ উল্লিখিত কার্যক্রমসহ কোনো ব্যাংক বা আইনি সত্তার আর্থিক ও পরিচালনগত নীতি সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করাকেও বুঝাইবে।

(২৪) **'নেটিং'** অর্থ একটি চুক্তির পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত দায়-দেনা সমন্বয় করিবার পর নিট দাবি অথবা বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ;

(২৫) **'পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ (Systemically important) ব্যাংক'** অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংক যাহার আকার, আন্তঃসংযুক্ততা, প্রতিস্থাপনযোগ্যতার অভাব, জটিলতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারে এমন অন্য কোনো মানদণ্ডের কারণে যাহার ব্যর্থতা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে অথবা ফেলিতে পারে;

(২৬) **'পরিবার'** বলিতে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫-এর দফা (ঝঝ)-এ সংজ্ঞায়িত পরিবারকে বুঝাইবে।

FINAL DRAFT

(২৭) **'পাওনাদার'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫-এর দফা (ঝ)-এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান;

(২৮) **'পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা'** অর্থ কোনো পরিকল্পনা, যাহা একটি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকর করা হয়, যেখানে যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অ-কার্যকারিতা পর্যায়ে পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার কার্যকারিতা বজায় রাখিবার জন্য ব্যাংকের অবনতিশীল আর্থিক ও পরিচালনগত পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে সময়োপযোগী পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ বর্ণিত থাকে;

(২৯) **'প্রকৃত সুবিধাভোগী (Ultimate Beneficial Owner)'** অর্থ এমন কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি যাহারা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের ২ (দুই) শতাংশ বা তাহার অধিক শেয়ারের মালিক অথবা নিয়ন্ত্রণ করেন, অথবা এমন কোনো আইনগত ব্যক্তির উপর প্রভাব রাখেন, যাহার পক্ষে আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হয়। এছাড়া, ইহারা সেইসব ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহারা ব্যাংকের মালিকানার কাঠামোর মধ্যে ব্যাংক বা এমন কোনো আইনগত ব্যক্তির উপর প্রভাব রাখেন বা চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন যাহারা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের ২ (দুই) শতাংশ বা তাহার অধিক শেয়ারের মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী হইয়া থাকে;

(৩০) **'প্রশাসক'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ২১-এর অধীনে অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তি;

(৩১) **'ফাইন্যান্স কোম্পানী'** হলো ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নম্বর আইন)-এর ধারা ২-এর উপধারা ১৭-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানী;

(৩২) **'ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ'** অর্থ আর্থিক প্রকৃতির কার্যক্রম সম্পাদনকারী সত্তাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ তখনই প্রাসঙ্গিক হইবে যদি উহার মধ্যে তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত থাকে;

(৩৩) **'বাংলাদেশ ব্যাংক'** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত প্রতিষ্ঠান;

(৩৪) **'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন'** অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নম্বর আইন)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(৩৫) **'ব্যক্তি'** অর্থ যে-কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি (natural person) এবং কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো কোম্পানী, কোনো অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে-কোনো সংস্থা বা আইনী সত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(৩৬) **'ব্যবস্থাপনা পরিচালক'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫-এর দফা (ঢ)-এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(৩৭) **'ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৮-এর অধীন গঠিত তহবিল;

(৩৮) **'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ২৬গ-এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান;

(৩৯) **'ব্যাংকার বহি'** অর্থ ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৭ নম্বর আইন)-এর ধারা ২-এর দফা (ঠ)-এ সংজ্ঞায়িত নথিপত্র;

(৪০) **'ব্যাংকিং গ্রুপ'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫-এর দফা (টটটট)-এ সংজ্ঞায়িত সত্তা;

(৪১) **'ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলের প্রতারণামূলক ব্যবহার অথবা অপব্যবহার'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৯ এ বর্ণিত কার্যক্রম;

(৪২) **'বিশেষ (Extraordinary) সরকারি আর্থিক সহায়তা'** অর্থ তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে সরকার হইতে প্রাপ্ত তহবিল;

(৪৩) **'ব্রিজ ব্যাংক (Bridge Bank)'** অর্থ রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (critical functions) এবং কার্যকর পরিচালন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং পরিশেষে তৃতীয় পক্ষের নিকট উহা বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি ব্যাংক;

(৪৪) **'মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী' (Key Management Personnel)** অর্থ একটি তফসিলি ব্যাংকের সেই সকল কর্মচারী, যাহারা মূলত ক্রেডিট, ফাইন্যান্স, ট্রেজারি, অপারেশনস, কমপ্লায়েন্স, অডিট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, কোম্পানী সেক্রেটারিয়েট, তথ্যপ্রযুক্তি, ইনফরমেশন সিকিউরিটি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলিসহ উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত;

(৪৫) **'মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম' (Key Business Lines)** অর্থ সেই ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ, যাহা কোনো তফসিলি ব্যাংকের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্ব, মুনাফা অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজি মূল্যের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়;

(৪৬) **'যোগ্য দায়' (Eligible liability)** অর্থ এই আইনের ধারা ৩৩-এর উপধারা ৪-এ নির্ধারিত যে-কোনো দায়;

(৪৭) **'রিস্ক প্রোফাইল'** বলিতে কোনো ব্যাংকের পরিচালন, পোর্টফোলিও এবং সার্বিক ব্যাবসায়িক কৌশলের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঝুঁকির বিভিন্ন ধরণ এবং পরিমাণের বর্ণনাকে নির্দেশ করে যাহার মধ্যে ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, আইনী ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে।

(৪৮) **'রেজল্যুশন'** বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই অধ্যাদেশের ধারা ১০-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকের উপর ধারা ১৭-তে উল্লিখিত এক বা একাধিক ব্যবস্থার প্রয়োগকে বুঝাইবে;

FINAL DRAFT

(৪৯) **'রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক'** অর্থ যে-কোনো তফসিলি ব্যাংক, যাহার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশের ধারা ১০-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে;

(৫০) **'রেজল্যুশন পরিকল্পনা'** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পিসিএ ফ্রেমওয়ার্কের অধীন প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক অথবা অন্তত যে-কোনো পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা, যাহা এই অধ্যাদেশের ধারা ১৩ এর সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে;

(৫১) **'রেজল্যুশন ক্ষমতা'** বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৭-তে উল্লিখিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাকে বুঝাইবে;

(৫২) **'শেয়ার ধারক'** অর্থ হলো কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ২(১)-এর দফা (ধ)-এ সংজ্ঞায়িত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ারের মালিক;

(৫৩) **'সরকারি সহায়তা'** অর্থ এ অধ্যাদেশের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তা;

(৫৪) **'সহযোগী কোম্পানী'** অর্থ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন এমন একটি কোম্পানী, যাহাতে পূর্বোক্ত কোম্পানী উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে, তবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে না। সাধারণত, এই প্রভাব সংজ্ঞায়িত হয় সহযোগী কোম্পানীর ভোটাধিকার অথবা শেয়ারের ২০% হইতে ৫০% মালিকানার মাধ্যমে। যদিও মূল কোম্পানীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তবুও ইহা সহযোগী কোম্পানীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কৌশলগত দিক নির্ধারণে অংশগ্রহণ করিতে পারে;

(৫৫) **'সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী' (Distressed Asset Management Company)** অর্থ একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যবসা-সংক্রান্ত যে-কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(৫৬)**'সাবঅর্ডিনেটেড ডেট'** অর্থ এইরূপ ঋণ যাহার বিপরীতে ইস্যুকারীর পরিসম্পদে দাবি অন্যান্য দায়বদ্ধতার তুলনায় অধস্তন পর্যায়ের বা যাহা কোনো তফসিলি ব্যাংকের অন্যান্য দায় এর পরে পরিশোধ করা হয়;

(৫৭) **'সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার'** অর্থ সেই ধরনের ঋণের ধারক, যাহাদের দাবি অবসায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ঋণ ধারকগণের দাবি পরিশোধের পরে পরিশোধ করা হয়;

(৫৮) **'সুরক্ষিত আমানত'** অর্থ আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ৩-এর দফা (দ)-এ সংজ্ঞায়িত আমানতের অংশ;

(৫৯) **'সুরক্ষিত আমানতকারী'** অর্থ আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ৩-এর দফা (ধ)-এ সংজ্ঞায়িত আমানতকারী;

(৬০) **'স্বতন্ত্র পেশাদার মূল্যায়নকারী'** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত যে-কোনো স্বাধীন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, অথবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, যাহারা এই অধ্যাদেশের ধারা ১৯ এর অধীনে নির্দিষ্ট করা তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে সম্পদ, দায় এবং শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করিবে;

(৬১) **'স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান'** অর্থ এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (যথা- হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান) বা উভয়ই তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ভেঞ্চার বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত।

(৬২) **'হস্তান্তর গ্রহীতা'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ২৮-এর উপধারা (১)-এ সংজ্ঞায়িত পক্ষ;

(৬৩) **'হস্তান্তরকারী ব্যাংক'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ২৮-এর উপধারা (১)-এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক;

(৬৪) **'হস্তক্ষেপকারী পক্ষসমূহ (Intervening parties)'** অর্থ সেই সব পক্ষ, যাহারা এই অধ্যাদেশের ধারা ৫০-এর উপধারা ৫-এ উল্লিখিত হইয়াছে;

(৬৫) **'হ্রাসকরণ' (Write down)** অর্থ ক্ষতির অথবা খরচ সমন্বয়ের বিপরীতে তাহার কিছু দাম সমন্বয় করিবার মাধ্যমে কোনো সম্পদের স্থিতিপত্রে মূল্য হ্রাস করা;

(৬৬) **'হোল্ডিং কোম্পানী'** অর্থ, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এমন কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Natural Person), কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো কোম্পানী, কোনো অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে-কোনো সংস্থা, যাহার এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকের মালিকানা আছে এবং/অথবা এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে;

FINAL DRAFT

প্রথম খন্ড - রেজল্যুশন কর্তৃত্ব

৫. রেজল্যুশন কর্তৃত্ব।— (১) এই অধ্যাদেশের অধীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের, তফসিলি ব্যাংক সম্পর্কিত রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের কর্তৃত্ব থাকিবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত ক্ষমতা ও অন্যান্য দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইবে।

৬. রেজল্যুশন সংক্রান্ত বিভাগ গঠন।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন সংক্রান্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলি, সম্পাদন ও পরিপালনের জন্য একটি বিভাগ গঠন করিবে।

৭. রেজল্যুশন কর্তৃত্ব প্রয়োগ।— (১) রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের কাঠামো, আকার, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জটিলতা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত আন্তঃসংযোগ এবং রিস্ক প্রোফাইল বিবেচনা করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন ব্যবস্থা নির্ধারণ ও প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যে-কোনো তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য, এবং রেজল্যুশন পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ ও সম্পূরক তথ্য এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহে যে-কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখিবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত কোনো প্রবিধান, বিধি, নির্দেশনা, গাইডলাইন্স, নির্দেশ অথবা অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, যে-কোনো তফসিলি ব্যাংক, নিয়ন্ত্রণকারী বা তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ, অথবা অন্য যে-কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান, উক্ত প্রবিধান, বিধি, নির্দেশনা, গাইডলাইন্স অথবা নির্দেশ অথবা অনুরোধ অনতিবিলম্বে অথবা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত পরামর্শ করিবে।

৮. তথ্য প্রাপ্তি, তথ্য বিনিময় এবং তদন্তের ক্ষমতা।— (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের যে-কোনো বিভাগ এবং নিয়ন্ত্রণকারী বা তত্ত্বাবধানকারী অন্য যে-কোনো কর্তৃপক্ষ, স্বাভাবিক এবং সংকটকালীন সময়ে এই অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমের সহিত প্রাসঙ্গিক দেশের অভ্যন্তর ও বহিঃস্থ যে-কোনো তথ্যের যথাযথ আদান-প্রদানে সহযোগিতা করিবে এবং বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(২) তথ্যের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য বিনিময় উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিভাগ এবং কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম চলমান রাখিবার নিমিত্ত অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ৩-এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে তদন্ত বা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

৯. ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ **এর প্রযোজ্যতা ।** এই অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না করিয়া বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা (regulatory requirements) পরিপালনের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অথবা তদধীন জারিকৃত যে-কোনো প্রবিধান, বিধি, নির্দেশনা, গাইডলাইন্স অথবা নির্দেশ রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকিবে।

১০. রেজল্যুশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।— (১) এই অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব পালন ও কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, যথা-

(ক) পরিশোধ, নিকাশ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চলমান রাখাসহ আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করা;

(খ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি অব্যাহত রাখা;

(গ) সার্বিকভাবে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা;

(ঘ) সরকারি আর্থিক সহায়তা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখিয়া সরকারি তহবিলের সুরক্ষা করা;

(ঙ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পদের মূল্য হ্রাস এড়ানো এবং পাওনাদারগণের লোকসান ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা ও রেজল্যুশনের সামগ্রিক ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা করা; এবং

(চ) আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা বজায় রাখা।

(২) ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহ, প্রয়োজনে, প্রবিধান দ্বারা সুস্পষ্ট করিতে পারিবে।

১১. রেজল্যুশনের নীতিসমূহ।— (১) রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ বিবেচনা করিবে-

(ক) রেজ্যলুশন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারা ৬৮-এ উল্লিখিত দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রমকে (Hierarchy of claims) বিবেচনা করিতে হইবে, তবে একই শ্রেণীর পাওনাদারদের প্রতি সমানুপাতিক (pari passu) নীতির ব্যতিক্রম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা প্রদর্শন করিবে, এবং যদি কোনো তফসিলি ব্যাংকের

FINAL DRAFT

ব্যর্থতার সম্ভাব্য পদ্ধতিগত (systemic) প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিতে অথবা সামগ্রিকভাবে সকল পাওনাদারের স্বার্থ সর্বাধিক করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই নমনীয়তা প্রদর্শনের কারণ সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবে;

(খ) উক্ত তফসিলি ব্যাংককে অবসায়ন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হইলে শেয়ার ধারক এবং ব্যাংকের পাওনাদারগণ যেই ক্ষতির সম্মুখীন হইতেন তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন না;

(গ) সুরক্ষিত আমানতকারীগণ সুরক্ষিত পরিমাণের স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকিবেন;

(ঘ) প্রাকৃতিক ও আইনি ব্যক্তিগণ রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতায় তাহাদের ভূমিকার জন্য দেওয়ানী অথবা ফৌজদারি আইনের অধীনে দায়বদ্ধ হইবেন; এবং

(ঙ) অকার্যকর তফসিলি ব্যাংকসমূহ যেন সুশৃঙ্খলভাবে বাজার হইতে প্রস্থান করিতে পারে, রেজল্যুশন প্রক্রিয়া তাহা নিশ্চিত করিবে।

(২) একই শ্রেণির পাওনাদারদের প্রতি সমানুপাতিক (pari passu) নীতির ব্যতিক্রম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১২. পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সহিত সমন্বয়।– বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক সুপারভিশন বিভাগসমূহ নিয়মিত ভিত্তিতে প্রতিটি পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারা ৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভাগকে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকসহ যে-কোনো তফসিলি ব্যাংকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা, অথবা এর বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হয়, তাহা হইলে উহা অবিলম্বে ধারা ৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে।

১৩. রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকসহ আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার (Prompt Corrective Action framework) আওতাধীন যে-কোনো তফসিলি ব্যাংকের জন্য রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, উপধারা (১) এর অধীনে প্রণীত রেজল্যুশন পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর অথবা তফসিলি ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো, ব্যবসা, অথবা আর্থিক অবস্থায় কোনো বস্তুগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন ও হালনাগাদ করিবে।

(৩) রেজল্যুশন পরিকল্পনার পর্যালোচনা অথবা হালনাগাদের প্রয়োজন হইতে পারে এমন যে-কোনো বস্তুগত পরিবর্তন সম্পর্কে তফসিলি ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

(৪) রেজল্যুশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপধারা (৩) এ বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করিবে।

(৫) রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করিতে হইবে-

ক) অবসায়ন সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়ন যোগ্যতা;

খ) রেজল্যুশন এর অধীন কোনো তফসিলি ব্যাংক কোনো ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হইলে উহার উপর এই অধ্যাদেশের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়ন যোগ্যতা;

গ) তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর (critical functions) আর্থিক ও পরিচালন প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা, এবং

ঘ) রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং উহা দূরীকরণের ব্যবস্থা।

(৬) রেজল্যুশন পরিকল্পনায় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়ন করিবার জন্য তফসিলি ব্যাংক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৮) আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার (Prompt Corrective Action framework) আওতাধীন নহে বা পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) বা প্রভাববিস্তারকারী নহে এইরূপ যে-কোনো তফসিলি ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সহজতর (simplified) রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৯) রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৪. রেজল্যুশনের সম্ভাব্যতা (resolvability) মূল্যায়ন।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, কোনো রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকালে, ব্যাংকটির উপর রেজল্যুশন প্রয়োগ করা যাইবে কিনা উহার মূল্যায়ন করিবে এবং ব্যাংকটির রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করিবে এবং উক্ত অন্তরায়সমূহ নিরসনের জন্য ব্যবস্থাসমূহ নির্দিষ্ট করিবে।

FINAL DRAFT

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে রেজল্যুশনের সম্ভ্যাবতা মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য মূল উপাদান, মানদণ্ড, এবং মাপকাঠি নির্দিষ্ট করিয়া প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা ১-এর অধীন রেজল্যুশনের সম্ভ্যাবতা মূল্যায়নকালে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংককে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবে।

১৫. রেজল্যুশনের সম্ভ্যাবতার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনো তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের সম্ভ্যাবতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমায়, যাহা দুই মাসের অধিক নহে, উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ অথবা হ্রাসকরণের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপের একটি প্রস্তাব দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিবে।

(২) যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকরভাবে এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ অথবা হ্রাসকরণে সক্ষম নহে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংককে সেই প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ অথবা হ্রাসকরণে বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ উক্ত পদক্ষেপসমূহ প্রয়োগের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ অথবা হ্রাসকরণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

(ক) অন্ত-গ্রুপ (intra-group) আর্থিক সহায়তা চুক্তি সংশোধন অথবা সম্পাদন;

(খ) অন্ত-গ্রুপ অথবা তৃতীয় পক্ষের সহিত পরিষেবা চুক্তি সংশোধন অথবা সম্পাদন;

(গ) এক বা একাধিক সত্তার ইহার এক্সপোজার সীমিতকরণ ;

(ঘ) ব্যাংক রেজল্যুশনকল্পে প্রাসঙ্গিক ও অতিরিক্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়মিতভাবে দাখিলকরণ;

(ঙ) নির্দিষ্ট সম্পদ নিষ্পত্তিকরণ (disposal);

(চ) বিদ্যমান অথবা নতুন কার্যক্রমের কার্যকারিতা অথবা উন্নয়ন সীমিতকরণ অথবা বন্ধকরণ;

(ছ) তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের সম্ভ্যাবতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস এবং রেজল্যুশন প্রক্রিয়াকালে উক্ত ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী অন্যান্য কার্যাবলী হইতে পৃথক রাখিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উক্ত তফসিলি ব্যাংকে যথাযথ আইনি ও পরিচালন বিষয়ক পরিবর্তন আনয়ন;

(৪) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকের উপর এবং আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করিবে।

১৬. রেজল্যুশনের শর্তাবলি।– (১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান এবং অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একটি তফসিলি ব্যাংক আর কার্যকর (viable) নহে, অথবা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এবং উপধারা (২)-এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে কার্যকর হইয়া উঠিবার যুক্তিযুক্ত কোনো সম্ভাবনাও নাই, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংককে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজল্যুশন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কোনো তফসিলি ব্যাংক বর্তমানে কার্যকর নহে, অথবা কার্যকর থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এবং কার্যকর হইয়া উঠিবার যৌক্তিক কোনো সম্ভাবনাও নাই বলিয়া পরিগণিত হইবে, যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে এই সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক অথবা তদারককারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ ব্যাংকটির পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাইবে না এবং নিম্নবর্ণিত যে-কোনো একটি শর্ত পূরণ হয়–

(ক) যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে মতামতে উপনীত হয় যে, কোনো তফসিলি ব্যাংক, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অথবা তদধিন প্রণীত, জারিকৃত বা আরোপিত কোনো বিধি, প্রবিধান, নির্দেশ, গাইডলাইন্স, নির্দেশনা, অথবা অনুশাসন অথবা আবশ্যকতাসহ নিয়ন্ত্রণমূলক, মূলধন ও তারল্যের শর্তসমূহ পরিপালন করিতে এইরূপভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহাতে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংককে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে বাধ্য হইত;

(খ) কোনো তফসিলি ব্যাংক দেউলিয়া হইয়া যাইবে, অথবা দেউলিয়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হইলে;

(গ) যেখানে কোনো তফসিলি ব্যাংক তাহার আমানতকারীদের অথবা অন্যান্য পাওনাদারদের কাছে তাহার দায়বদ্ধতা পূরণে অক্ষম হয়, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে মতামতে উপনীত হয় যে, তফসিলি ব্যাংকটি তাহার আমানতকারীগণের অথবা অন্যান্য পাওনাদারদের পাওনা প্রদেয় হইলে উক্ত দায়বদ্ধতা পূরণে অক্ষম হইবে; অথবা/এবং

(ঘ) যেখানে কোনো তফসিলি ব্যাংকের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Ultimate Beneficial Owners) অথবা দায়ী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ব্যাংকটির সম্পদ অথবা তহবিলকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের অথবা অন্যের স্বার্থে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করাসহ উক্ত ব্যাংক এমন কোনো বিপজ্জনক অথবা ত্রুটিপূর্ণ চর্চায় জড়িত হয়, যাহাতে উহার অবস্থা দুর্বল হইবে, অথবা সুষ্ঠু কার্যক্রম ঝুঁকির মুখে পড়িবে, এবং ফলশ্রুতিতে উহার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধিত হইবে।

FINAL DRAFT

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আবশ্যক বিবেচিত হইলে, কোনো তফসিলি ব্যাংকের উপর আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অথবা অন্য কোনো তত্ত্বাবধানমূলক ব্যবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংককে উক্ত ব্যাংকের উপর রেজল্যুশন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৪) যখন বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংককে রেজল্যুশন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন উহা উক্ত তফসিলি ব্যাংককে লিখিতভাবে তাহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজল্যুশন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন শুরু করিবে।

(৫) যখন বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো তফসিলি ব্যাংককে রেজল্যুশন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ১৭-এ বর্ণিত রেজল্যুশন ক্ষমতাসমূহের যে-কোনো এক বা একাধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত অবহিতকরণের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অন্যূন এইরূপ একটি রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৬) এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজল্যুশন ব্যবস্থা শুরু করিবার পর রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে উহার ব্যবসা পরিচালনা করিবে।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে রেজল্যুশনের শর্তাবলীর প্রয়োগ আরও সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য প্রবিধান প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

১৭. রেজল্যুশন ক্ষমতা।– (১) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য ক্ষমতাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে -

(ক) উক্ত তফসিলি ব্যাংকে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা, যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে, নির্দেশনায় ও দায়িত্বে কাজ করিবেন;

(খ) বিদ্যমান শেয়ার ধারক অথবা নতুন শেয়ার ধারকগণের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি ঘটানো;

(গ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার, সম্পদ ও দায় তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা;

(ঘ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং কার্যকর পরিচালনা (viable operations) অব্যাহত রাখিবার জন্য এক বা একাধিক ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তী সময়ে সেগুলিকে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করা;

(ঙ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায় হ্রাস করা এবং/অথবা রূপান্তর করা;

(চ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন অথবা ব্রিজ ব্যাংকের অর্থায়নে অবদান রাখিবার জন্য ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল অথবা আমানত সুরক্ষা তহবিল ব্যবহারের শর্তাবলী মূল্যায়ন করা; এবং

(ছ) সরকারকে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন অথবা ব্রিজ ব্যাংকের অর্থায়নের জন্য সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করা।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতা ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু ইহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না–

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে-কোনো উপায়ে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউসহ সম্পদ ও দায়ের একটি বিশদ পর্যালোচনা করা;

(খ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী অথবা অন্য কোনো কর্মীকে অপসারণ অথবা স্থলাভিষিক্ত করা;

(গ) দফা (খ)-এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি অথবা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) দফা (খ)-এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো পরিবর্তনশীল পারিশ্রমিক (variable remuneration) পুনরুদ্ধার করা অথবা ফেরত নেওয়া;

(ঙ) ধারা ৬৮-এ উল্লিখিত দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রম (Hierachy of claims) মোতাবেক যে-কোনো লেনদেনে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক ও পাওনাদারদের অধিকার বাতিল বা অগ্রাহ্য করা;

(চ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক যেই চুক্তিপত্রের একটি পক্ষ, সেই চুক্তিপত্র বাতিল অথবা উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তাবলী বাতিল বা সংশোধনসহ উহা অব্যাহত রাখা অথবা হস্তান্তর করা অথবা গ্রহীতাকে পক্ষ হিসাবে প্রতিস্থাপন করা;

(ছ) ঋণ উপকরণের (debt instruments) মেয়াদ, প্রদেয় সুদের পরিমাণ এবং যে তারিখে সুদ প্রদেয় হইবে সেই তারিখ পরিবর্তন করা;

(জ) অপরিহার্য পরিষেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা –

(i) উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক তাহার উত্তরসূরিকে, যাহার মধ্যে হস্তান্তরগ্রহীতা অথবা ব্রিজ ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত, একটি অস্থায়ী সময়ের জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;

FINAL DRAFT

বাংলাদেশ ব্যাংক সচিব বিভাগ টাকশোর্স প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

(ii) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের পক্ষে সম্পর্কহীন তৃতীয় পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সংগ্রহ করা;

(iii) রেজল্যুশন-পূর্ব বিদ্যমান শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর অধীনে, যে-কোনো পরিষেবা প্রদানকারীকে ব্রিজ ব্যাংকসহ কোনো হস্তান্তরগ্রহীতার অনুকূলে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান;

(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য, যাহা ২ (দুই) কর্মদিবসের অধিক হইবে না, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত অথবা নিষিদ্ধ করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য, যাহা তিন মাসের অধিক হইবে না, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আংশিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত অথবা নিষিদ্ধ করা। কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত অথবা নিষিদ্ধকরণের প্রারম্ভিক এবং সমাপ্তির সময়কালের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক স্পষ্টিকরণ নিশ্চিত করিবে;

এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইলে, সুরক্ষিত আমানতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত আমানতকারীদের জন্য দৈনিক একটি উপযুক্ত পরিমাণ আমানতে তাহাদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করিবে।

এই ক্ষমতার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদি স্থগিতকরণ, সীমিতকরণ অথবা নিষিদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(i) যেই আর্থিক চুক্তিতে তফসিলি ব্যাংক পক্ষভুক্ত, সেই আর্থিক চুক্তি ত্বরান্বিতকরণ (acceleration), অবসান বা সমন্বয়ের অধিকার, যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনে প্রবেশ বা এই অধ্যাদেশের অধীন রেজল্যুশনের কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে উদ্ভূত হয়;

(ii) উক্ত তফসিলি ব্যাংক যেই চুক্তিপত্রের একটি পক্ষ, সেই চুক্তিপত্রের অধীনে পরিশোধ অথবা সরবরাহ করিবার দায়বদ্ধতা;

(iii) উক্ত তফসিলি ব্যাংক যেই চুক্তিপত্রের একটি পক্ষ, সেই চুক্তিপত্রের অধীনে সম্পদ ক্রোক করিবার অথবা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ অথবা সম্পত্তি আদায় করিবার অধিকার;

বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত অথবা নিষিদ্ধ করণের ক্ষেত্রে সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থায় উহার সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করিবে।

(ঞ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহার অলাভজনক ব্যবসা বন্ধ করা এবং ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠনসহ প্রয়োজনীয় যে-কোনো পদ্ধতিতে তফসিলি ব্যাংকটির পুনর্গঠন করা;

(ট) রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সংগতি রাখিয়া রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার-১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার-২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার-২ মূলধন উপাদান ধারক ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারগণের উপর লোকসান আরোপ করা;

(ঠ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী অনুযায়ী, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ব্যয়ভার বহনে স্বাধীন আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, নিরীক্ষক, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ (valuation experts) এবং পরামর্শক নিয়ুক্ত করা;

(ড) ইসলামী ব্যাংকসমূহের রেজল্যুশন বিষয়ে পরামর্শ দিতে নিজস্ব শরিয়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা;

(ঢ) এই অধ্যাদেশের অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগকে প্রভাবিতকারী, অথবা সংশ্লিষ্ট, অথবা আনুষঙ্গিক যে-কোনো বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, সেই অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন ক্ষমতা এককভাবে অথবা সংমিশ্রণে এবং সরাসরি অথবা একজন প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োগ করিতে পারিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত রেজল্যুশন টুলস্ ব্যতীত অন্য কোনো টুলসও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৮. ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল।— (১) ধারা ১০-এ উল্লিখিত রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রযোজ্য রেজল্যুশন ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য, এই অধ্যাদেশের অধীনে একটি ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের একটি বিচক্ষণ (prudent) ও নিরাপদ বিনিয়োগ কৌশল থাকিবে এবং তহবিলে রক্ষিত অর্থ সরকারী সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ও তত্ত্বাবধান;

(খ) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন; এবং

(গ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ অনুসারে ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের রেজল্যুশন কার্যক্রমের অর্থায়নে অবদান রাখা।

(৪) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের উৎসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অনুদান ;

FINAL DRAFT

বাংলাদেশ ব্যাংক আইন বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

(খ) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন অংশীদারদের সরবরাহকৃত অনুদান অথবা ঋণ;

(গ) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় ও মুনাফা;

(ঘ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে চাঁদা ধার্য্য করিয়া সংগৃহীত অর্থ;

(ঙ) অন্য যে-কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তহবিল।

১৯. তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় মূল্যায়ন।– (১) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, দায় অথবা শেয়ারের মূল্য নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্বে যে-কোনো সময় উক্ত তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশ দিবে, অথবা নিজে, অথবা অস্থায়ী প্রশাসকের মাধ্যমে, সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন স্বাধীন পেশাদার মূল্যায়নকারী দ্বারা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, দায় অথবা শেয়ারের বাস্তবসম্মত মূল্যায়নের (Fair value) উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) জরুরি ভিত্তিতে রেজল্যুশন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক–

(ক) উক্ত তফসিলি ব্যাংককে একটি অস্থায়ী মূল্যায়ন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) সরাসরি একটি অস্থায়ী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই অস্থায়ী মূল্যায়ন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদিত একটি চূড়ান্ত স্বাধীন মূল্যায়নের পরিপূরক হইবে।

(৩) উপধারা (১) এবং (২)-এর বিধানমতে সম্পাদিত মূল্যায়নের বিপরীতে মূল্যায়নকারীকে প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী অনুসারে উক্ত তফসিলি ব্যাংক বহন করিবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পেশাদার মূল্যায়নকারীগণের তালিকা নির্ধারণ ও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) এই ধারার বিধানাবলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

২০. তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে আদালত কার্যক্রম স্থগিতকরণ আদেশ।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে উহার বিরুদ্ধে চলমান যে-কোনো আইনগত কার্যধারা স্থগিতকরণের আদেশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) আদালত, উপধারা (১)-এর বিধান মতে করা আবেদনের একতরফা শুনানির পর, রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে উহার বিরুদ্ধে চলমান যে-কোনো আইনগত কার্যধারা অনধিক বারো মাসের জন্য স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) এই ক্ষেত্রে, উপধারা (১)-এ উল্লিখিত রেজল্যুশন ব্যবস্থা এই উপধারায় উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অসমাপ্ত থাকিলে আদালত এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজল্যুশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) যেই ক্ষেত্রে আদালত উপধারা (২)-এর অধীনে কোনো আদেশ জারি করেন, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, যত দ্রুত সম্ভব, বাংলাদেশ ব্যাংক ও উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ওয়েবসাইটসহ বহুল প্রচারিত অন্যূন দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) উক্ত আদেশের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

FINAL DRAFT

দ্বিতীয় খন্ড – অস্থায়ী প্রশাসন

২১. প্রশাসক নিয়োগ।– বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৭৭-এর দফা (ক) অনুযায়ী আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার অধীনে অথবা এই অধ্যাদেশের ধারা ১৬ অনুযায়ী রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২. প্রশাসক নিয়োগের উদ্দেশ্য।– (১) আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অধীনে প্রশাসক নিয়োগের উদ্দেশ্য হইবে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা, ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সংরক্ষণ অথবা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবসা অথবা ব্যবসার অংশবিশেষ পরিচালনা করা এবং ব্যাংকের ব্যবসার সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীনে তফসিলি ব্যাংকের জন্য প্রশাসক নিয়োগের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজল্যুশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং রেজল্যুশন কার্যক্রমের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৪৬-এর উপধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রশাসককে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীনে থাকা ব্যাংকের মূল ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রতিস্থাপন করিতে অথবা ব্যাংকের চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক এই অধ্যাদেশের অধীনে কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তার জন্য অস্থায়ী প্রশাসকের ক্ষমতা এবং প্রশাসকের ভূমিকা ও কার্যাবলীর সীমা নির্ধারণ করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে যে-কোনো সময় প্রশাসককে অপসারণ করিতে পারিবে।

২৩. প্রশাসক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও যোগ্যতা।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংকে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়টি বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশের সহিত সহিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ও উক্ত ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(২) ধারা ২১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ও সঠিক ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ধারা ১৫ এর দফা ১২-এর অধীন তফসিলি ব্যাংকের পরিচালকদের উপযুক্ততা ও সততা নির্ধারণের অনুরূপ মানদন্ড প্রযোজ্য হইবে।

ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে, প্রশাসকের ইসলামী অর্থায়নে পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকিতে হইবে অথবা অস্থায়ী প্রশাসনের অধীনে থাকা ব্যাংকের ইসলামী অর্থায়নে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত থাকিতে হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি সেই ব্যক্তি–

ক) অস্থায়ী প্রশাসনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা শেয়ার ধারক হন;

খ) উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ড থাকে, এইরূপ অনিষ্পন্ন দণ্ডাদেশ থাকে যাহা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির অধীন বাতিল করা হয় নাই এবং যিনি কোনো ফৌজাদারি মামলায় প্রতিপক্ষ;

গ) কোনো ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকিলে;

ঘ) পূর্বে দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে; এবং

ঙ) অস্থায়ী প্রশাসনের অধীনে তফসিলি ব্যাংকের সহিত স্বার্থের সংঘাত থাকিলে।

(৪) প্রশাসক হইবেন একজন স্বাধীন ব্যক্তি, যাহার অস্থায়ী প্রশাসনের অধীনে তফসিলি ব্যাংকের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, আর্থিক অথবা অন্যবিধ কোনো স্বার্থ থাকিবে না। কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো তফসিলি ব্যাংকের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হইবার পর যদি উক্ত ব্যাংকের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আর্থিক অথবা অন্যবিধ কোনো স্বার্থ অর্জন করেন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংককে উক্ত বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং অনতিবিলম্বে প্রশাসক হিসাবে কাজ করা বন্ধ করিয়া দিবেন।

(৫) স্বার্থের সংঘাত বলিতে প্রশাসক অথবা তাহার স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোনের আলোচ্য ব্যাংকে ব্যক্তিগত অথবা ব্যবসায়িক স্বার্থকে বুঝাইবে, যাহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত–

ক) ব্যাংকের প্রতি বা ব্যাংক কর্তৃক কোনো দায়, অথবা ব্যাংকের সম্পদের উপর মালিকানা স্বত্ব;

খ) পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকের সহিত সম্পর্ক;

গ) ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদ সহিত প্রতিযোগিতামূলক সংঘাত ঘটায় এমন সম্পদের মালিকানা।

ঘ) পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে তফসিলি ব্যাংকের সহিত কর্মসংস্থানগত সম্পর্ক; এবং

ঙ) অন্যান্য স্বার্থ যা প্রশাসককে তফসিলি ব্যাংকের অস্থায়ী প্রশাসনের পরিধির মধ্যে নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদনে বাধা দিতে পারে।

FINAL DRAFT

(৬) আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অধীনে নিযুক্ত প্রশাসকের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ হইতে ১২(বারো) মাসের অধিক হইবে না। রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে, অস্থায়ী প্রশাসনের মেয়াদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, যাহা রেজল্যুশন কার্যক্রমের লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসক নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি, ক্ষেত্র মতে, যথাযথ কারণসহ তফসিলি ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৮) যদি কোনো প্রশাসক উপধারা (২) অথবা (৩) অথবা (৪)-এর বিধান অনুযায়ী অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (২)-এর বিধানাবলী বিবেচনা করিয়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৯) উপধারা (১০)-এর বিধান সাপেক্ষে, প্রশাসককে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে।

(১০) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী অনুসারে, প্রশাসকের পারিশ্রমিক পরিশোধসহ অস্থায়ী প্রশাসন বাবদ সকল ব্যয় অস্থায়ী প্রশাসনের অধীন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বহন করা হইবে এবং উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর ধার্য করা হইবে।

২৪. প্রশাসক কর্তৃক সম্পদ ও দায়-দেনার তালিকা প্রস্তুতকরণ।– বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসককে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সকল সম্পদ ও দায়-দেনার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে। প্রশাসক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনসহ, ব্যাংকের সম্পদ এবং/অথবা দায়-দেনার একটি বিশদ পর্যালোচনা এবং একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য একজন স্বাধীন নিরীক্ষকও নিয়োগ করিতে পারিবে।

২৫. প্রশাসক কর্তৃক কার্যকর রেজল্যুশন এর সম্ভাব্য পন্থাসমূহের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসককে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে, যেখানে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের জন্য কার্যকর রেজল্যুশন এর সর্বোত্তম পন্থা বাস্তবায়নের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) প্রশাসক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উপর এবং প্রশাসকের ক্ষমতা, কর্তব্য ও কার্যাবলী প্রয়োগ, কর্ম সম্পাদন ও নির্বাহ সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন নিয়মিতভিত্তিতে প্রস্তুত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিবেন।

(৩) প্রশাসক অস্থায়ী প্রশাসনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের ফাইল, তথ্য ও নথিপত্রের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং অস্থায়ী প্রশাসনের মেয়াদকালে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত অথবা পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

২৬. অস্থায়ী প্রশাসনের অবসান।– (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত প্রশাসক নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে যাহা আগে ঘটিবে সে মোতাবেক প্রশাসক হিসাবে তাহার কার্যকারিতা বন্ধ করিবেন –

(ক) ধারা (২৩)-এর উপধারা (৬)-এ উল্লিখিত আদেশের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলে; অথবা

(খ) মৃত্যুবরণ অথবা প্রশাসক হিসাবে কাজ করিতে অক্ষম হইলে; অথবা

(গ) পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে; অথবা

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, যদি উক্ত প্রশাসক তাহার কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা কার্যাবলি প্রয়োগ, কর্ম সম্পাদন অথবা নির্বাহ করিতে ব্যর্থ হন অথবা এই অধ্যাদেশের এই অংশের অধীনে উক্ত প্রশাসকের উপর আরোপিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী মানিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঙ) অন্য কোনো কারণে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য অযোগ্য হইলে; অথবা

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি উক্ত প্রশাসকের মেয়াদ সমাপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত নেয়।

(২) প্রশাসক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অস্থায়ী প্রশাসনের কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিল করিবেন।

FINAL DRAFT

তৃতীয় খন্ড – রেজল্যুশন টুলস

২৭. বিদ্যমান অথবা নতুন শেয়ার ধারকদের দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি।– (১) নতুন শেয়ার ইস্যু করিবার মাধ্যমে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবে-

(ক) ধারা ১৯-এ উল্লিখিত মূল্যায়ন অনুযায়ী, লোকসানের পরিমাণ এবং ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে প্রণীত সকল মূলধন বিষয়ক আবশ্যকতা পূরণকল্পে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ারসমূহে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিতে পারিবে; এবং

(খ) তফসিলী ব্যাংকের বিদ্যমান অথবা নতুন শেয়ার ধারকগণকে, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধনের সম্পূর্ণ পরিমাণ অথবা এর অংশবিশেষের সমতুল্য বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার (binding commitments) দাখিলপূর্বক একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত শেয়ার সাবস্ক্রাইব ও ক্রয়ের জন্য লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭৯-এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তিগণ এইরূপ মূলধন বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত অনুরোধের পূর্বে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, ছায়া পরিচালক (shadow directors) হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখিয়াছেন এইরূপ শেয়ার ধারকগণকে পরীক্ষা ও শনাক্ত করিতে পারিবে এবং এই ধারার অধীন এইরূপ শেয়ার ধারকগণকে মূলধন বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি শেয়ার ধারকগণ এই ধারার অধীনে অতিরিক্ত শেয়ার সাবস্ক্রাইব অথবা ক্রয় করেন, তাহা হইলে উক্ত শেয়ার ধারকগণকে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে ব্যাংক কোম্পানীসমূহের শেয়ার ধারণের সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে জারিকৃত নির্দেশাবলীর প্রয়োগ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদকালের জন্য প্রয়োজনে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে।

(২) অন্য কোনো আইনে অথবা তফসিলি ব্যাংকের সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি অথবা অন্য কোনো গঠনতন্ত্রীয় দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের বিদ্যমান শেয়ার ধারকগণের উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিধান ব্যতীত ইস্যুকৃত অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রাধিকার অথবা অন্য কোনো অধিকার থাকিবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সংগতি রাখিয়া রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার এর উপর লোকসান আরোপ করিতে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

২৮. শেয়ার, সম্পদ ও দায় তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের (এই অধ্যায়ে 'হস্তান্তরকারী ব্যাংক' হিসাবে উল্লিখিত) শেয়ার, অথবা সম্পদ ও দায় এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অংশ কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট (এই অধ্যায়ে 'হস্তান্তরগ্রহীতা' হিসাবে উল্লিখিত) হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) যৌক্তিক সময়ের মধ্যে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের একীভূতকরণসহ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যবসায়িক শর্তের (commercial terms) ভিত্তিতে হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির বিষয়ে হস্তান্তরগ্রহীতার সহিত মধ্যস্থতা (negotiate) করিতে পারিবে।

(৩) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের নিকট রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের হস্তান্তরিত দায়সমূহ উহার সুরক্ষিত আমানতকারীদের পাওনা লইয়া গঠিত হইবে।

(৪) সংকটাপূর্ণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোনো স্থানীয় অথবা বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরগ্রহীতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সংগতি রাখিয়া রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার এর উপর লোকসান আরোপ করিতে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক অথবা পাওনাদারসহ কোনো ব্যক্তি, সরকারি অথবা বেসরকারি, কারও নিকট হইতে কোনো প্রকার সম্মতি ছাড়াই ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণের পক্ষে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার অথবা সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের অধিকার অর্জন করিবে।

(৭) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণ কর্তৃক উক্ত ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয়, বন্ধকীকরণ অথবা ট্রাস্টে স্থানান্তরসহ অন্য যে-কোনো উপায়ে হস্তান্তর নিষিদ্ধ হইবে, যদি তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণ এই ধারার বিধানের পরিপন্থী কোনো লেনদেন করেন, তাহা হইলে উহা অবৈধ ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের হস্তান্তর মূল্য একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ১০-এ সংজ্ঞায়িত রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহের বিবেচনা করিয়া প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারণ করিবে:

FINAL DRAFT

তবে শর্ত থাকে, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার আবশ্যকতা পরিপালন করিলে রেজল্যুশনের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য খর্ব হইতে পারে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত আবশ্যকতা পরিহার করিতে পারিবে।

(৯) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলির মাধ্যমে উপধারা (১)-এর আওতায় রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ ও দায় নির্বাচন করিবার জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১০) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সম্পদ ও দায়'-এর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে –

(ক) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের মালিকানাধীন যে-কোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ (যেমন- ঋণ, নগদ উদ্বৃত্ত, রিজার্ভ তহবিল, বিনিয়োগ, আমানত ইত্যাদি);

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের মালিকানাধীন যে-কোনো স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অথবা এর সহিত সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতাসহ সকল প্রকার অধিকার, ক্ষমতা, বিশেষাধিকার, কর্তৃত্ব এবং স্বার্থের সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ; এবং

(গ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সকল আইনি অধিকার অথবা বাধ্যবাধকতা;

(ঘ) এই ধরনের হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সহিত সম্পর্কিত অথবা আনুষঙ্গিক সকল বহি, হিসাব এবং নথিপত্র।

(১১) হস্তান্তরগ্রহীতা সত্তা –

(ক) কেবল সেই দায়সমূহের জন্য হস্তান্তরকারী ব্যাংকের শেয়ার ধারক অথবা অন্যান্য পাওনাদারগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকিবে, যাহা স্পষ্টভাবে হস্তান্তর করা হইয়াছে, অথবা অন্য কোনো শর্তাবলি অনুসারে যাহা হস্তান্তগ্রহীতা কর্তৃক স্পষ্টভাবে সম্মত হইয়াছে, এবং তদ্ব্যতীত অন্য কোনো দায়বদ্ধতা থাকিবে না, যাহার মধ্যে কর সম্পর্কিত দায়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং

(খ) রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের শর্তাবলি পরিপালন করিতে হস্তান্তরগ্রহীতার ব্যর্থতার কারণে সরকার অথবা ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল অথবা আমানত সুরক্ষা তহবিলকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে।

(১২) হস্তান্তরগ্রহীতার রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক হইতে অর্জিত আমানতের উপর সুদ হার কমানো অথবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকিবে, যাহা আমানতকারীগণের কাছে সংশ্লিষ্ট লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হস্তান্তরগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত মেয়াদী আমানতের সুদ হারের ক্ষেত্রে উক্ত আমানতের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত পূর্ববর্তী সুদ হারই বহাল থাকিবে।

(১৩) হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো প্রকার প্রতিদান হইতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হইবে –

(ক) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণ, যেখানে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে বিক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছে; অথবা

(খ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক, যেখানে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের কিছু অথবা সমস্ত সম্পদ এবং দায় হস্তান্তরগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে বিক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছে।

(১৪) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এ একত্রীকরণ ও অধিগ্রহণ বিষয়ক যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

২৯. শেয়ার, সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের প্রভাব।– বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, যেক্ষেত্রে ধারা ২৮-এর অধীন হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সম্পদ ও দায় কোনো হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে -

(ক) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায় এর উপর হস্তান্তর গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ ও দখল থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তান্তরগ্রহীতার সম্মতিতে, উক্ত হস্তান্তরের সময় নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে, হস্তান্তরকারী ব্যাংককে যে-কোনো শেয়ার, সম্পদ অথবা দায় ফেরত দিতে অথবা সম্পূরক হস্তান্তর করিতে পারিবে, যদি এই সম্পদ অথবা দায়সমূহ রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহের সহিত সংগতিপূর্ণ না হয়:

আরও শর্ত থাকে যে, আমানতকারীসহ শেয়ার ধারক এবং পাওনাদারগণের, যাহাদের স্বার্থ ও অধিকার হস্তান্তরকারী ব্যাংকে বিদ্যমান রহিয়াছে, হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়ের ক্ষেত্রে তাহাদের কোনো অধিকার অথবা দাবি থাকিবে না;

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যাংককে উহার ব্যবসার অবশিষ্ট অংশ যাহা হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই, তাহা পরিচালনা করিতে সক্ষম করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন হস্তান্তরকারী ব্যাংককে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্সে প্রয়োজনীয় সংশোধন, বা ক্ষেত্রমত, উহা বাতিল করা যাইবে;

(গ) হস্তান্তরিত সম্পদ এবং দায় সম্পর্কিত অথবা আনুষঙ্গিক সকল চুক্তি, ইস্যুকৃত গ্যারান্টি, দলিল, বন্ড, চুক্তিপত্র, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, আইনি প্রতিনিধিত্বের মঞ্জুরি এবং অন্য যে-কোনো প্রকার উপকরণ, ক্ষেত্র বিশেষে, হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক

FINAL DRAFT

সম্পাদিত অথবা মঞ্জুরিকৃত চুক্তি, ইস্যুকৃত গ্যারান্টি, দলিল, বন্ড, চুক্তিপত্র, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, আইনি প্রতিনিধিত্বের মঞ্জুরি অথবা অন্যান্য উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(ঘ) হস্তান্তরকারী ব্যাংক কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে-কোনো কার্যধারা বা মামলা যাহা হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায় সম্পর্কিত, উহা হস্তান্তরগ্রহীতা দ্বারা বা তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কার্যধারা বা মামলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উহা অব্যাহত রাখা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে;

(ঙ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সেই সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীগণ, যাহারা ব্যবসার হস্তান্তরিত অংশের সহিত যুক্ত, হস্তান্তরকারী ব্যাংকে কর্মরত আছেন এবং হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক যাহাদের চাকুরির প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই, তাহারা হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক বকেয়া পাওনা পাওয়ার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই পাওনা অন্য কোনো আইনের অধীনে অন্য কোনো পাওনা দাবি করিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীগণের অধিকারকে প্রভাবিত করিবে না।

৩০. ব্রিজ ব্যাংক (Bridge Bank) প্রতিষ্ঠা।– (১) রেজল্যুশনের অধীন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং কার্যকর কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে উহাদের তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, ধারা ৩১-এর উপধারা (৫)-এ উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এক বা একাধিক ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে।

(২) ব্রিজ ব্যাংককে কার্যকর করিবার জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংকের মালিকানাধীন অথবা ইস্যুকৃত সকল অথবা অংশবিশেষ সম্পদ, দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা অথবা অন্যান্য সম্পত্তি উপকরণ হস্তান্তর করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তরিত দায়ের পরিমাণ কোনোভাবেই হস্তান্তরিত সম্পদ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমানত সুরক্ষা তহবিল, ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল এবং/অথবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সম্পদের চাইতে অধিক হইবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, উপধারা (১)-এর অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটসহ কমপক্ষে দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশ করিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে, যথাশীঘ্র সম্ভব ব্রিজ ব্যাংককে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৫) ব্রিজ ব্যাংকের গঠনতান্ত্রিক দলিলসমূহের বিষয়বস্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৬) ব্রিজ ব্যাংকের কার্যক্রম উপধারা (৪)-এর অধীনে লাইসেন্স ইস্যু করিবার তারিখের পরবর্তী প্রথম কর্মদিবস হইতে শুরু হইবে।

(৭) ব্রিজ ব্যাংকের, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক হইতে অর্জিত আমানতের উপর সুদ হার কমানো অথবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকিবে, যাহা আমানতকারীগণের নিকট লিখিত বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রিজ ব্যাংকের কাছে হস্তান্তরিত মেয়াদী আমানতের সুদ হার আমানতের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত পূর্ববর্তী হারেই বহাল থাকিবে।

(৮) ব্রিজ ব্যাংক এর কার্যক্রম শুরু হইবার পর, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হইবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ অবসায়ন করা হইবে।

(৯) বাংলাদেশ ব্যাংক ব্রিজ ব্যাংককে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের ধারাবাহিকতা হিসাবে বিবেচনা করিতে এবং হস্তান্তরিত সম্পদ, অধিকার বা দায় এর উপর রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োগ করা যে-কোনো অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(১০) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সংগতি রাখিয়া রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার এর উপর লোকসান আরোপ করিতে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১১) ব্রিজ ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হইবে এবং উহা ব্যাংক-কোম্পনি আইন, ১৯৯১ এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইবে। উক্ত ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযোজ্য মানদন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

৩১. ব্রিজ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা।– (১) ব্রিজ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) ব্রিজ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ যথাযথ ও উপযুক্ত ব্যক্তি হইবেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (১২)-এর দফা (ঘ)-এ

FINAL DRAFT

উল্লিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করিবার পূর্বে উক্ত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা মূল্যায়ন করিবে।

(৩) উপধারা (১২)-এর দফা (ঘ)-এর বিধান সাপেক্ষে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, ব্রিজ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক উহার মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ নিযুক্ত হইবেন।

(৪) ব্রিজ ব্যাংকের মূলধন নিম্নোক্ত এক বা একাধিক উৎস হইতে সংগৃহীত হইবে, যথা-

ক) ধারা ৩৩-এ উল্লিখিত রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহের হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তরের মাধ্যমে;

খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত;

গ) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে জরুরি তারল্য সহায়তা প্রদান এবং প্রচলিত বাজারে তারল্য সঞ্চালন প্রক্রিয়া অনুসরণ অথবা ঋণ প্রদান করা হইতে বারিত করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে ব্রিজ ব্যাংককে মূলধন সরবরাহের ধরণ বাংলাদেশ ব্যাংককে উক্ত ব্রিজ ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতে বারিত করিবে না।

(৫) ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার শর্তাবলীসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে –

(ক) মূলধন সংস্থান;

(খ) পরিচালন তহবিল এবং তারল্য সহায়তা;

(গ) তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রুডেন্সিয়াল এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধানমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক আবশ্যকতা হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি প্রদান; এবং

(ঘ) সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা (Governance requirements)।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে –

(ক) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায়সমূহ, সময়ে সময়ে, ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তর;

(খ) উপধারা (৭)-এর বিধান সাপেক্ষে, ব্রিজ ব্যাংক হইতে সকল অথবা আংশিক সম্পদ ও দায় রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকে প্রত্যর্পণ (revese transfer);

(গ) ব্রিজ ব্যাংক হইতে সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা (obligations) অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর; এবং

(ঘ) ব্রিজ ব্যাংকের সমাপ্তি এবং নিয়মতান্ত্রিক অবসায়নে সহায়তা।

(৭) উপধারা (৬)-এর অধীনে হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিম্নোক্ত যে-কোনো পরিস্থিতিতে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকে প্রত্যাবর্তিত হইবে –

(ক) যেখানে ধারা ৩০-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে উক্তরূপ প্রত্যর্পণের সম্ভাবনার সুস্পষ্ট বিধান রাখা হইয়াছে; অথবা

(খ) যেখানে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক হইতে ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা উক্ত হস্তান্তরের শর্তাবলী পূরণ করে না, অথবা ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে উল্লিখিত সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতার শ্রেণীসমূহের মধ্যে পড়ে না; অথবা

(গ) যেখানে সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা হস্তান্তরের সময় সংঘটিত মূল্যায়ন ত্রুটি (valuation error) সংশোধন করা প্রয়োজন।

(৮) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারক অথবা পাওনাদার এবং অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ, যাহাদের শেয়ার, সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা এবং মালিকানার অন্যান্য দলিল ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তর করা হয় নাই, তাহাদের, ব্রিজ ব্যাংক, উহার পরিচালনা পর্ষদ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতার উপর, কোনো অধিকার থাকিবে না।

(৯) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সুরক্ষিত আমানতকারীদের পাওনার সমন্বয়ে ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তরিত দায় গঠিত হইবে।

(১০) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায় ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(১১) ব্রিজ ব্যাংক, কোনো তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রুডেন্সিয়াল এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধানমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক বাধ্যবাধকতা পরিপালন করিবে, যদি না উহাকে উপধারা (৫) এর দফা (গ) অনুযায়ী কোনো সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকে।

(১২) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনা করিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক, সময়ে সময়ে, নিম্নরূপ বিষয়াদি সন্নিবেশপূর্বক ব্রিজ ব্যাংককে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপরিচালনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে -

(ক) ব্রিজ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালন পদ্ধতি;

FINAL DRAFT

(খ) ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত অব্যাহতি;

(গ) ব্রিজ ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্পোরেট গভর্নেন্সের মূলনীতি;

(ঘ) ব্রিজ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য মানদণ্ড;

(ঙ) সম্পদ ও দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি; এবং

(চ) ব্রিজ ব্যাংকে প্রাথমিকভাবে হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়সমূহ প্রত্যাবর্তনের পদ্ধতি ও পরিস্থিতি।

৩২. ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ।– (১) উপধারা (৩) ও (৪)-এর বিধান সাপেক্ষে, ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের শেষ তারিখ হইতে দুই বৎসরের বেশি হইবে না।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত মেয়াদ পূর্তির পর, বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনাপূর্বক এবং ব্রিজ ব্যাংকের উপর অর্পিত কার্যাবলী সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে দ্রুততার সহিত উক্ত ব্যাংকের অবসান (termination) করিবে।

(৩) উপধারা (৪)-এর বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ব্রিজ ব্যাংক আর রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণ করিতেছে না, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক –

(ক) ব্রিজ ব্যাংককে অন্য কোনো সত্তার সহিত একীভূত করিতে;

(খ) ব্রিজ ব্যাংকের সম্পদ, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করিতে; অথবা

(গ) ব্রিজ ব্যাংক অবসায়ন করিতে

পারিবে।

(৪) ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একবারে পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ, সামগ্রিকভাবে, পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না এবং মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি কেন প্রয়োজনীয়, বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার কারণ সম্পর্কে সরকারকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিবে।

(৫) উপধারা (২), (৩) ও (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সিদ্ধান্ত, বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং বাজারের অবস্থার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত হইবে যাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক ~~উক্ত~~ উপধারা (২), (৩) ও (৪) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৭) উপধারা (২)-এর অধীনে ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ অবসান হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে–

(ক) উক্ত ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করা; এবং/অথবা

(খ) এই অধ্যাদেশের পঞ্চম খন্ডের অধীনে উক্ত ব্রিজ ব্যাংক অবসায়ন করা।

(৮) এই ধারার অধীনে ব্রিজ ব্যাংকের বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ উক্ত ব্রিজ ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণ প্রাপ্য হইবেন। ব্রিজ ব্যাংক অবসায়নের ক্ষেত্রে, অবসায়নে প্রযোজ্য ধারা ৬৮-এ উল্লিখিত দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রমকে (hierarchy of claims) অনুসরণ করা হইবে।

৩৩. মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহ হ্রাসকরণ এবং/অথবা রূপান্তর।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত যে-কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহের হ্রাস (write down) এবং/অথবা রূপান্তর করিতে পারিবে-

(ক) ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়ার শর্তাবলী মানিয়া চলিবার এবং তাহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে এবং ব্যাংকের উপর বাজারের পর্যাপ্ত আস্থা বজায় রাখিতে ব্যাংকটিকে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন যোগান দেওয়া;

(খ) হস্তান্তরিত দাবি অথবা ঋণ উপকরণসমূহকে (debt instruments) মূলধনে রূপান্তর করিতে অথবা তাদের আসল পরিমাণ হ্রাস করাইতে যাহা:

(i) একটি ব্রিজ ব্যাংককে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর হইয়াছে; অথবা

(ii) তৃতীয় পক্ষের কাছে শেয়ার, সম্পদ ও দায়ের বিক্রয়ের অধীনে হস্তান্তর করা হইয়াছে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার এবং অন্যান্য পাওনাদার এবং আমানতকারীর সম্মতি ছাড়াই মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহের হ্রাস (write down) এবং/অথবা রূপান্তর করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ৩৩-এর উপধারা (১)(ক) অনুসারে এই টুল প্রয়োগ করিবার দুই মাসের মধ্যে, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ অথবা প্রশাসক,বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা দাখিল করিবেন, যাহাতে একটি যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণ করা থাকিবে

FINAL DRAFT

এবং উক্ত পদক্ষেপসমূহ অর্থনৈতিক ও আর্থিক বাজার পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইতে হইবে, যে অবস্থার অধীনে উক্ত ব্যাংক কাজ করিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহ নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করিবে –

(ক) কমন ইকুইটি টিয়ার-১ মূলধন উপাদানসমূহ যতটুকু প্রয়োজন এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস করা হইবে;

(খ) দায়ী ব্যক্তিগণের আমানত এবং সুরক্ষিত দায়সহ অন্য কোনো দায়সমূহ যতটুকু প্রয়োজন এবং তাহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস করা হইবে;

(গ) এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদানসমূহ, যতটুকু প্রয়োজন এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে;

(ঘ) টিয়ার ২ মূলধন উপাদানসমূহ, যতটুকু প্রয়োজন এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে;

(ঙ) টিয়ার ২ মূলধন উপাদান নয় এমন সাবঅর্ডিনেটেড ডেটসমূহ, যতটুকু প্রয়োজন এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে;

(চ) অবশিষ্ট যোগ্য দায়সমূহ, যতটুকু প্রয়োজন এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে।

(৫) উপধারা (৪)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যোগ্য দায়সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ব্যতীত অরক্ষিত আমানতসহ জামানতবিহীন দায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে –

(ক) সুরক্ষিত আমানত;

(খ) কর্মীর প্রাপ্য বেতন, পেনশন সুবিধা অথবা অন্যান্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়, পারিশ্রমিকের পরিবর্তনশীল অংশ ব্যতীত;

(গ) ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক পাওনাদারের কাছে দায়, যাহা রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকে পণ্য অথবা পরিষেবা সরবরাহের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহা ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য অত্যাবশ্যক, যাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে আইটি পরিষেবা, ইউটিলিটি ও প্রাঙ্গণ ভাড়া, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং

(ঘ) কর ও সামাজিক নিরাপত্তা (social security) কর্তৃপক্ষের কাছে দায়।

(৬) বিশেষ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু নির্দিষ্ট যোগ্য দায়কে হ্রাস অথবা রূপান্তর করিবার ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ব্যত্যয় (exclusion) করিতে পারিবে, যে ক্ষেত্রে –

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সরল বিশ্বাস ও প্রচেষ্টার পরেও যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সেগুলোকে হ্রাস অথবা রূপান্তর করা সম্ভবপর না হয়; এবং

(খ) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য এই ব্যত্যয় অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

৩৪. ইসলামিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে রেজল্যুশন টুলের প্রয়োগ।– বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, ইসলামিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে রেজল্যুশন টুলসমূহের প্রয়োগ আরও বিশদভাবে নির্দিষ্ট করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫. সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদান।– (১) উপধারা (২)-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন অর্থায়নে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ব্রিজ ব্যাংকের অর্থায়নে সহায়তার জন্য সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদান প্রয়োজনীয় কি না, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে তা নির্ধারণ করিবে ।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত সহায়তা প্রদান করা হইবে যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে মতামত পোষণ করে যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ হইয়াছে–

(ক) আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব পরিহারে এই ধরনের সহায়তা অপরিহার্য;

(খ) ধারা ৩৮-এর অধীনে আমানত সুরক্ষা তহবিল এবং/অথবা ধারা ৩৭-এর অধীনে ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল অথবা বেসরকারি উৎস হইতে বিকল্প তহবিল নিঃশেষ হইয়া যায় অথবা এই ধরনের উৎসসমূহ হইতে তহবিল যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত বা সহজলভ্য না হয়;

(গ) তফসিলি ব্যাংকের লোকসান শেয়ার ধারকগণ, দায়ী ব্যক্তিগণ, এডিশনাল টিয়ার-১ মূলধন উপাদান ধারকগণ, টিয়ার-২ মূলধন উপাদান ধারকগণ এবং টিয়ার-২ মূলধন উপাদান ধারকগণ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট ধারকগণের উপর আরোপিত হয়;

(ঘ) আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সময় ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য রেজল্যুশন টুলসমূহের সর্বাধিক সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্যতা মূল্যায়ন করিবার পরে এই ধরনের সহায়তা শেষ অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা হয়; এবং

FINAL DRAFT

(ঙ) রেজল্যুশন অথবা পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা ব্রিজ ব্যাংক কার্যকরী (viable) হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে সরকারি সহায়তা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রদান করা যাইবে–

(ক) কোনো ব্রিজ ব্যাংক অথবা রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য আর্থিক সহায়তা সম্প্রসারণ করিতে;

(খ) ধারা ৪০-এর অধীনে শেয়ার ধারক এবং পাওনাদারগণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে; অথবা

(গ) অনুচ্ছেদ (ক) অথবা (খ)-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের সহিত আনুষঙ্গিক অথবা সম্পর্কিত অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে।

(৪) যেখানে সরকার এই ধারার অধীনে সহায়তা প্রদানের ফলস্বরূপ রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা ব্রিজ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থের ধারকে (holder of controlling interest) পরিণত হয়, তখন এই ধরনের তফসিলি ব্যাংক অথবা ব্রিজ ব্যাংক বাণিজ্যিক এবং পেশাদার ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে এবং ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ৪৯(১) ধারার সহিত সংগতি রাখিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তত্ত্বাবধানের অধীন হইবে।

(৫) উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক বা ক্ষেত্রমত, ব্রিজ ব্যাংক, সরকারি মালিকানা হইতে বাহির হইবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে, একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। উক্ত পরিকল্পনায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশের ভিত্তিতে, সময় এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে প্রস্থানের বিকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশের ভিত্তিতে, এই অধ্যাদেশের অধীনে সহায়তা প্রদান এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের উপর পরবর্তীতে চাঁদা আরোপের মাধ্যমে এই ধরনের তহবিলের পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৭) সরকারি সহায়তার মধ্যে ঋণ, ইক্যুইটি, সম্পদ ক্রয় অথবা রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে গ্যারান্টি ইস্যু করা, অথবা ধারা ৩৬-এর অধীনে উক্ত তফসিলি ব্যাংককে অস্থায়ী সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে।

৩৬. সাময়িক সরকারী মালিকানা।– (১) ধারা ৩৫-এর উপধারা (২), (৪) এবং (৫)-এ নির্দিষ্টকৃত শর্তাবলী সাপেক্ষে, সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন একটি তফসিলি ব্যাংককে সাময়িক সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বা একাধিক শেয়ার হস্তান্তর আদেশ জারি করিতে পারিবে, যেখানে হস্তান্তর গ্রহীতা সরকারী মালিকানাধীন কোনো কোম্পানী হইবে।

৩৭. ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা (financial contribution)।– (১) উপধারা (২)-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায় অর্থায়নে ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল ব্যবহার করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত তহবিল নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাইবে–

ক) যদি এই ধরনের আর্থিক সহায়তা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর গুরুতর বিরূপ প্রভাব এড়াইতে প্রয়োজনীয় হয়;

খ) বেসরকারি উৎস হইতে প্রাপ্ত বিকল্প তহবিল নিঃশেষ হইলে অথবা এই ধরনের উৎসসমূহ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত বা সহজলভ্য না হইলে; এবং

গ) তফসিলি ব্যাংকের লোকসান শেয়ার ধারকগণ, দায়ী ব্যক্তিগণ, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারকগণ, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারকগণ এবং টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারকগণ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট ধারকগণের উপর আরোপিত হয়।

(৩) এই ধারার অধীনে ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাইতে পারে –

ক) একটি তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার সমর্থনে;

খ) ধারা ৪০-এর অধীনে শেয়ার ধারক এবং ঋণদাতাগণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে; অথবা

গ) দফা (ক) অথবা (খ)-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের আনুষঙ্গিক অথবা সম্পর্কিত অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক, এই অধ্যাদেশের অধীনে, ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং প্রদত্ত তহবিলের পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করিবে।

(৫) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা ব্রিজ ব্যাংককে ঋণ, ইক্যুইটি, সম্পদ ক্রয়, অনুদান অথবা গ্যারান্টি ইস্যুর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে ।

FINAL DRAFT

৩৮. আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা (financial contribution)।– (১) উপধারা (২)-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে আমানত সুরক্ষা তহবিল ব্যবহার করিতে পারিবে, যাহার পরিমাণ সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণের বেশি হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই পরিমাণ সেই সুরক্ষিত আমানতের সমান হইবে, যাহা ব্যাংকটি অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীনে অবসায়িত হইলে আমানত সুরক্ষা তহবিল পরিশোধ করিত।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আর্থিক সহায়তা আমানত সুরক্ষা তহবিল কর্তৃক প্রদান করা হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, তফসিলি ব্যাংকের লোকসান শেয়ার ধারকগণ, দায়ী ব্যক্তিগণ, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারকগণ, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারকগণ এবং টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারকগণ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট ধারকগণের উপর আরোপ করা হইবে, এবং যদি নিম্নলিখিত শর্তাবলীর মধ্যে কোনটি পূরণ হয় –

ক) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হইয়াছে অথবা একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে;

খ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় ধারা ২৮ এবং ৩০-এ উল্লিখিত টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়।

(৩) আর্থিক সহায়তা নগদ এবং নগদ সমতুল্য (এবং/অথবা সরকারী সিকিউরিটিজ)-এর আকারে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা ব্রিজ ব্যাংককে প্রদান করা যাইতে পারে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক এই অধ্যাদেশের অধীনে, আমানত সুরক্ষা তহবিল কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উক্ত তহবিলের পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিবে।

৩৯. রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে অবহিতকরণ ।– (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, সংশ্লিষ্ট বিদেশী তদারকি অথবা রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষসহ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে অবহিত করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংকের উপর রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও ব্যাংকের ওয়েবসাইটসহ দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

৪০. শেয়ার ধারক এবং পাওনাদারগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।– (১) যদি কোনো শেয়ার ধারক বা পাওনাদার, অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংককে বিলুপ্ত করা হইলে যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হইতেন তাহার চেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হন, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতির পরিমাণের পার্থক্যের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

এই পার্থক্য একটি মূল্যায়নের (valuation) ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে, যাহা রেজল্যুশন সম্পন্ন হওয়ার পরে ধারা ১৯-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন স্বতন্ত্র পেশাদার মূল্যায়নকারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত মূল্যায়ন এই ভিত্তিতে সম্পাদিত হইবে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্তরূপ রেজল্যুশন কার্যক্রম গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত তফসিলি ব্যাংক অবসায়িত হইবে এবং উহার অবসায়নের সময় প্রদত্ত মূল্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত জরুরি তারল্য সহায়তার বা, ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সরকারি আর্থিক সহায়তার ফলে উক্ত তফসিলি ব্যাংকে সৃষ্ট বা সংরক্ষিত কোনো মূল্য (value) পার্থক্যের হিসাব গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ সরকার কর্তৃক ধারা ৩৫-এ উল্লিখিত সহায়তার মাধ্যমে অথবা ধারা ৩৭-এ উল্লিখিত ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে ।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৪১. আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা (Cross-border cooperation)।– (১) এই অধ্যাদেশে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়, সহযোগিতা এবং তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য সমঝোতা স্মারক ও বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা রাখিবে, যাহার মধ্যে বাংলাদেশের বাহিরে অন্য অধিক্ষেত্রে (jurisdictions) ব্যাংকসমূহের তদারকি অথবা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রকার গোপনীয় তথ্য যদি এইরূপ কোনো কর্তৃপক্ষের সহিত বিনিময় করা হয় এবং সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালনের নিশ্চয়তা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের বাহিরের এইরূপ কোনো কর্তৃপক্ষের সহিত সেই তথ্য বিনিময় করিবে না।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বাংলাদেশের বাহিরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমঝোতা স্মারক ও বন্দোবস্তে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে –

FINAL DRAFT

ক) পরামর্শ, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি, নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধান বিষয়ক উদ্বেগ, রেজল্যুশনের সম্ভ্যাবতার মূল্যায়ন, রেজল্যুশন পরিকল্পনা, আশু হস্তক্ষেপ ব্যবস্থা এবং রেজল্যুশন পদক্ষেপসহ পক্ষসমূহের মধ্যে সম্মত বিষয়ে সময়োপযোগী তথ্য বিনিময়ের পদ্ধতি;

খ) রেজল্যুশন ব্যবস্থার (resolution measures) সমন্বয়ের পদ্ধতি;

গ) বিদেশী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত রেজল্যুশন ব্যবস্থার স্বীকৃতি ও সহজীকরণের পদ্ধতি;

ঘ) তথ্য যে উদ্দেশ্যে বিনিময় করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে তথ্যের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা;

ঙ) এই মর্মে বিধান যে, তথ্যকে গোপনীয় পদ্ধতিতে রক্ষা করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত পরবর্তীতে প্রকাশ করা যাইবে না; এবং

চ) এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজল্যুশন ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পক্ষগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এইরূপ অন্য কোনো বিষয়।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, কোনো বিদেশী রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, আদেশ জারি করিতে পারে যে, এইরূপ বিদেশী কর্তৃপক্ষের রেজল্যুশন ব্যবস্থার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এইরূপ আদেশ জারি করিবে না যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই মর্মে অভিমত হয় যে–

ক) বিদেশি রেজল্যুশন ব্যবস্থা, ইহার উদ্দেশ্যমূলক ও প্রত্যাশিত ফলাফল সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অধীন রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে;

খ) অনুরোধের ভিত্তিতে, বিদেশি রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন সংশ্লিষ্ট আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজল্যুশন ব্যবস্থার স্বীকৃতি প্রদান করে না;

গ) কোনো বিদেশী রেজল্যুশন ব্যবস্থার স্বীকৃতি এই অধ্যাদেশের অধীন রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হইবে না;

ঘ) বিদেশী রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদারদের সহিত ন্যায্য আচরণ করা হইবে না;

ঙ) এইরূপ স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়িবে; অথবা

চ) এইরূপ স্বীকৃতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতির (public policy) পরিপন্থী হইবে।

FINAL DRAFT

চতুর্থ খন্ড – ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল (বিসিএমসি)

৪২. ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল।– (১) ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল (অতঃপর 'কাউন্সিল' বলিয়া উল্লিখিত) একটি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা।

(২) কাউন্সিলের ম্যান্ডেট হইল ব্যাংকিং খাতের সংকট বিশেষ করিয়া পদ্ধতিগত (systemic) প্রকৃতির সংকটের প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং হ্রাস করিবার জন্য সমন্বয় ও সহায়তা করা, যাহাতে সর্বদাই বাংলাদেশে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়।

(৩) কাউন্সিল নির্দেশনার মাধ্যমে উহার কার্যবিধি প্রণয়ন করিবে। নির্দেশনায় প্রতিটি সদস্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রতিটি সদস্য প্রতিষ্ঠান যে তথ্য বিনিময় করিবে উহা বর্ণিত থাকিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ব্যাংক পুনর্গঠন কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা: -

ক) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, চেয়ারপার্সন;
খ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সদস্য;
গ) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সদস্য;
ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), সদস্য;
ঙ) ডেপুটি গভর্নর (রেজল্যুশন-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ ব্যাংক, সদস্য;
চ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত অপর একজন ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(৫) কাউন্সিল উহার দায়িত্ব পালনের জন্য, প্রয়োজনীয় মনে করিলে–

ক) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, নাগরিক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞগণকে সম্পৃক্ত করিতে পারিবে;

খ) রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, নাগরিক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল ও উপকরণ সরবরাহের অনুরোধ করিতে এবং গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৩. কাউন্সিল সচিবালয়।– এই অধ্যাদেশের ধারা ৬-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভাগ ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল এবং ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

৪৪. ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।– (১) স্বাভাবিক সময়ে, কাউন্সিল সংকট ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি, দক্ষতা এবং সামর্থ জোরদার করিবার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবে। এই প্রকার সুপারিশমালা এই অধ্যাদেশের অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না অথবা অন্য কোনোভাবে প্রভাবিত করিবে না।

(২) পদ্ধতিগত (systemic) সংকটকালীন সময়ে, কাউন্সিল, সামগ্রিক সংকট ব্যবস্থাপনা কৌশল সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান এবং এইরূপ সংকট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবে।

(৩) কাউন্সিলের কার্যাবলী নিম্নরূপ, তবে কেবল এইগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না–

ক) আর্থিক ব্যবস্থায় ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং সংকটকালীন সময় চিহ্নিতকরণ;
খ) সংকট মোকাবেলায় আইনী এবং রেজল্যুশন টুলস্ ফ্রেমওয়ার্ক-এর উৎকর্ষ সাধনের প্রস্তাব করা;
গ) সরকারের সহিত সমন্বয় করা;
ঘ) ব্যাংকিং খাতের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা এবং আস্থা পুনরুদ্ধার করা;
ঙ) সংকট ব্যবস্থাপনা কৌশল তৈরি করা;
চ) সংকট মোকাবিলার জন্য আপৎকালীন বিকল্প পরিকল্পনার সুপারিশ করা;
ছ) দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার নিমিত্ত সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
জ) ধারা ৪৭-এর অধীনে ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে সদস্য নিয়োগ করা;
ঝ) সংকটকালীন ও স্বাভাবিক সময়ে ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করা; এবং
ঞ) কাউন্সিল সচিবালয়ের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করা।

FINAL DRAFT

৪৫. কাউন্সিলের সভা।—(১) কাউন্সিল, যখন প্রয়োজন মনে করিবে তখন সভা করিবে, তবে প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন পরিস্থিতির ও প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) চেয়ারপার্সন বা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপস্থিতিতে কাউন্সিলের সভার কোরাম হইবে।

(৪) কোনো সভায় চেয়ারপার্সনের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোনো সদস্য এইরূপ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কাউন্সিল সভায় সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশীজনদের আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৪৬. গোপনীয়তা।— কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য এবং সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনকালে প্রকাশিত মতামতসহ প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্যের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন।

৪৭. ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি।— (১) ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলকে সহায়তার জন্য 'ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি' নামে একটি টেকনিক্যাল কমিটি থাকিবে, যাহা সংকট ও স্বাভাবিক উভয় সময়ে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) টেকনিক্যাল কমিটি ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল দ্বারা নিযুক্ত সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী গঠিত হবে।

(৩) ধারা ৪২-এর বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, ব্যাংক রেজল্যুশনের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতিত্ব করিবেন ।

(৪) টেকনিক্যাল কমিটি কারিগরি পযায়ে, ধারা ৪৪-এর উপধারা (৩) এ উল্লিখিত ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের কার্যাবলীর আওতাধীন কোন বিষয় এবং ধারা ৪৪-এর উপধারা (১) এর অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত, কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীর যেকোন বিষয় আলোচনা করিবে।

এই অধ্যাদেশের অধীনে কমিটির কর্তব্য এবং কার্যাবলী বাংলাদেশের ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত স্বাধীনতা সীমিত বা অন্য কোনভাবে প্রভাবিত করিবে না।

FINAL DRAFT

বাংলাদেশ ব্যাংক সচিব বিভাগ ঢাকা-১০০০ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পঞ্চম খন্ড – তফসিলি ব্যাংক অবসায়ন

৪৮. তফসিলি ব্যাংক অবসায়ন।– (১) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ২৪১ এবং ধারা ২৪২ এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নলিখিত পরিস্থিতির যে-কোনোটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংক অবসায়নের উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিবে-

ক) যদি এই অধ্যাদেশের ধারা ১৬-তে উল্লিখিত রেজুল্যশনের শর্তাবলী পূরণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, এই অধ্যাদেশের তৃতীয় খন্ডে উল্লিখিত রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ধারা ১০-এ উল্লিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জিত হইবে না;

খ) যেখানে তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় এই অধ্যাদেশের তৃতীয় খন্ডের বিধানাবলীর অধীনে ব্রিজ ব্যাংকসহ হস্তান্তরগ্রহীতার কাছে আংশিকভাবে হস্তান্তরিত হয়; অথবা

গ) বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই অধ্যাদেশের তৃতীয় খন্ডের বিধানাবলীর অধীনে সফল রেজল্যুশনের সম্ভাবনা নাই।

(২) উপধারা (১) এর অধীন যেকোন কারণে কোনো তফসিলি ব্যাংক অবসায়িত হইবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক অভিমত পোষণ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে এই অংশের বিধানাবলী অনুযায়ী উহার অবসায়ন কার্যক্রম শুরু করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল করা হইলে উক্ত তারিখ হইতে তফসিলি ব্যাংকটি উহার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবে।

৪৯. অবসায়ন আদেশের জন্য আদালতে আবেদন।– (১) ধারা ৪৮-এর উপধারা (২)-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনো তফসিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়ন কার্যক্রম শুরু করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে প্রণীত আবেদনপত্র এই অধ্যাদেশের এই অংশের বিধানাবলী অনুসারে প্রস্তুত করা হইবে। উক্ত আবেদনপত্রের সহিত অবসায়নের ভিত্তি প্রমাণ করিবার জন্য উপযুক্ত দালিলিক প্রমাণাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) আদালতে আবেদন করিবার সময় হইতেই তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম শুরু হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) আদালত, উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিল করা আবেদন বিবেচনা করিবার পর, অবসায়ন আবেদন শুনানির লক্ষ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করিবে, যাহা উপধারা (২)-এর অধীনে দাখিল করা অবসায়ন আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের বেশি হইবে না।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক উহার ওয়েবসাইটে এবং দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) উপধারা ৪-এর অধীনে অবসায়ন আবেদনের শুনানির তারিখ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে, এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফর্ম এবং সময়ের মধ্যে অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদারগণ অথবা অন্য কোনো আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আবেদনে পক্ষভূক্ত ('হস্তক্ষেপকারী পক্ষ' হিসাবে এই অধ্যাদেশে উল্লিখিত) হইবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিবে। এই ধারার অধীনে হস্তক্ষেপকারী পক্ষগণের বিবরণ আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(৬) আদালত, উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিল করা আবেদন এবং হস্তক্ষেপকারী পক্ষগণের আবেদন বিবেচনার পর, বাংলাদেশ ব্যাংক আইনানুগভাবে কাজ করিয়াছে কি না এবং যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়নের জন্য একটি আদেশ ('অবসায়ন আদেশ' হিসাবে এই অধ্যাদেশে উল্লিখিত) প্রদান করিতে পারিবে। উক্ত আদেশ জারির তারিখ আদালতে উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের তারিখ হইতে **৩০ (ত্রিশ) দিনের** অধিক হইবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বা ভুল না থাকিলে আদালত অবসায়নের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের ধারা ৪৮ এর উপধারা (১) এর শর্তসমূহ পূরণ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষায়িত মূল্যায়নকে (technical assessment) বাতিল করিবে না।

(৭) অবসায়ন আদেশ জারির সঙ্গে সঙ্গেই, আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৫-এর বিধানাবলী এবং এই অধ্যাদেশের ধারা ৫২-এর উপধারা (৩)-এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, তফসিলি ব্যাংকের বহি অথবা রেকর্ডে লিপিবদ্ধ কোনো আমানতকারী, পাওনাদার, অথবা চুক্তিভিত্তিক পক্ষের অধিকার, স্বত্ব বলবতকরণ এবং তফসিলি ব্যাংকের বহি অথবা রেকর্ডে প্রবেশাধিকার অবিলম্বে স্থগিত হইবে।

আদালতের আদেশক্রমে অবসায়ন আবেদনে উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তিগণের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম স্থগিত (freeze) বা সম্পত্তিসমূহ ক্রোক (attachment) করিতে হইবে।

৫০. অবসায়ক নিয়োগ।– (১) অবসায়ন আদেশের অংশ হিসাবে আদালত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তিকে তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অবসায়ক হিসাবে নিয়োগ করিবে। অবসায়ককে এই অধ্যাদেশের ধারা ২৩-এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।

FINAL DRAFT

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে অবসায়ক নিয়োগের অব্যবহিত পরেই, বাংলাদেশ ব্যাংক অবসায়ন আদেশ এবং উপধারা (১)-এর অধীনে অবসায়ক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি তফসিলি ব্যাংককে প্রেরণ করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট এবং উক্ত ব্যাংকের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(৩) নিয়োগ পাওয়ার পর, অবসায়ক সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ৩০-এর বিধান অনুযায়ী সুরক্ষিত আমানতের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের পাশপাশি আমানতকারীগণের সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত একযোগে কাজ করিবে।

৫১. অবসায়কের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী।— (১) ধারা ৫০-এর অধীনে নিযুক্ত অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের একমাত্র আইনানুগ প্রতিনিধি হইবেন, এবং তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও অবসায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতাসহ শেয়ার ধারক, পরিচালনা পর্ষদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার ও ক্ষমতা লাভ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অবসায়ক, অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সম্পদ ও দায় তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অনুরোধ করিতে পারিবেন। এই ধরণের হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকালে পাওনাদারগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তবে, ইহাতে পরবর্তীতে তাহাদের এ ধরণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ/আপত্তি জানানোর অধিকার ক্ষুন্ন হইবে না, যদিও প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, হস্তান্তরিত দায় ও সম্পদের প্রত্যাবর্তন (reverse transfer) হইবে না।

(২) অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক অবসায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী পালন, প্রয়োগ ও সম্পাদন করিবেন।

(৩) অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের কার্যালয়, বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য তথ্য ও সম্পদের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

(৪) অবসায়ক তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী পালন, প্রয়োগ ও সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে, তফসিলি ব্যাংকের খরচে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ও লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীন অ্যাটর্নি, হিসাবরক্ষক, নিরীক্ষক, পরামর্শক, জামানত মূল্যায়নকারী সংস্থা অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির পরিষেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) অবসায়ক এই অধ্যাদেশের এই অংশের বিধান অনুযায়ী তাঁহার কোনো কাজ, নিষ্ক্রিয়তা অথবা সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তিগত দায় হইতে দায়মুক্তি পাইবার অধিকারী হইবেন।

৫২. অবসায়কের পারিশ্রমিক।— (১) অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং আদালত কর্তৃক অনুমোদিত পারিশ্রমিক পাইবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে আদালত কর্তৃক অনুমোদিত পারিশ্রমিক এবং তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন প্রক্রিয়ায় অবসায়ক কর্তৃক ব্যয়িত যুক্তিসঙ্গত ও আনুষঙ্গিক অর্থ উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে পরিশোধ করা হইবে।

৫৩. অবসায়ক অপসারণ।— (১) আদালত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবসায়ককে অপসারণ করিবে, যদি অবসায়ক—

ক) মৃত্যুবরণ করেন অথবা অবসায়ক হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতে অক্ষম হন;

খ) পদত্যাগপত্র দাখিল করেন;

গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, উক্ত অবসায়কের কোনো দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী পালন, প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে অথবা এই অধ্যাদেশের এই অংশের অধীনে উক্ত অবসায়কের উপর আরোপিত শর্তাবলী ও বিধানাবলী মানিতে ব্যর্থ হন; অথবা

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, অন্য কোনোভাবে সেই পদে বহাল থাকিবার জন্য অযোগ্য হন।

(২) উপধারা (১)-এর বিধানাবলী অনুসারে অবসায়ক অপসারিত হইলে আদালত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে অবসায়ক হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, উপধারা (২)-এর অধীনে অবসায়ক নিয়োগের অব্যবহিত পরে তফসিলি ব্যাংককে নতুন অবসায়ক নিয়োগের নোটিশ প্রদান করিবে, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং তফসিলি ব্যাংকের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

৫৪. অবসায়ক কর্তৃক অবসায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।— (১) ধারা ৪৯-এর উপধারা (৬)-এর অধীনে জারিকৃত অবসায়ন আদেশ জারির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য একটি বিস্তারিত অবসায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত অবসায়ন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

FINAL DRAFT

ক) তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রণীত হালনাগাদ আর্থিক অবস্থার একটি বিবরণী;

খ) তফসিলি ব্যাংকের পূর্ববর্তী দুই বৎসরের ত্রৈমাসিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী এবং পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয়ের প্রক্ষেপণ;

গ) তফসিলি ব্যাংকের মূল সম্পদ অথবা সম্পদগুচ্ছের বিক্রয় এবং বিক্রয় পরিকল্পনার উপর একটি প্রতিবেদন;

ঘ) তফসিলে ব্যাংকের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনুসৃতব্য আইনী এবং আইন বহির্ভূত পদক্ষেপ সংবলিত একটি বিবরণী, যাতে যে-কোন জালিয়াতিপূর্ণ হস্তান্তর এবং তদধীন সৃষ্ট যেকোন অধিকারের বাতিল সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

ঙ) তফসিলি ব্যাংকের পরিচালক অথবা কর্মকর্তাগণের অপরাধ ও অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ এবং উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে তফসিলি ব্যাংকের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদক্ষেপের উপর একটি প্রতিবেদন;

চ) তফসিলি ব্যাংকের বীমা, কর্মসংস্থান এবং পরিষেবা চুক্তির মতো চলমান চুক্তিসমূহের ধারাবাহিকতা অথবা সমাপ্তির উপর একটি প্রতিবেদন, যেখানে ইহার কর্মচারীগণের জন্য আর্থিক বিধানাবলীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

ছ) তফসিলি ব্যাংকের দায় এবং উহার পাওনাদারগণের পাওনা পরিশোধসূচি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন; এবং

জ) অবসায়নের পরবর্তী দুই বৎসরের অনুমিত ভবিষ্যৎ খরচ এবং সম্ভাব্য অবসায়ন ব্যয়ের উপর একটি প্রতিবেদন।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, যদি উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিলকৃত অবসায়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তুতে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করিবে এবং অবসায়ককে লিখিতভাবে উক্ত অনুমোদন সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) অবসায়ন পরিকল্পনার অনুমোদন পাওয়ার পর, অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি), সপ্তাহে একবার করিয়া পরপর তিন সপ্তাহ যাবত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন, যাহাতে এই অধ্যাদেশের ৬৩ ধারায় নিবন্ধিত দাবীকারীগণ কখন এবং কোথায় অবসায়ন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য পরিদর্শন করিতে পারিবেন সে সংক্রান্ত তথ্য থাকিবে।

(৫) অবসায়ন পরিকল্পনা অবসায়ক কর্তৃক ত্রৈমাসিকভাবে হালনাগাদ করিতে হইবে এবং অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে।

৫৫. অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।– ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৭১, ধারা ৭৮ এবং ধারা ৮১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন –

ক) অবসায়ন আদেশ অনুসারে কোনো তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম শুরু হইলে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোনো বিচারিক কার্যক্রম শুরু করা যাইবে না, এবং উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে চলমান সকল বিচারিক কার্যক্রম আদালতের আরোপিত শর্তাবলী সাপেক্ষে স্থগিত থাকিবে।

খ) অবসায়ন আদেশ অনুসারে সুরক্ষিত পাওনাদারগণ ব্যতীত অন্য কোনো পাওনাদারের অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে তাহার ব্যক্তিগত অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ প্রয়োগ অথবা উহার সম্পদের উপর অন্য কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপের অধিকার থাকিবে না।

গ) অবসায়ন আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখের পর সম্পদ আদায় ব্যতীত অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদের উপর জারীকৃত সকল ক্রোক আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ঘ‌অবসায়ন আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখের পরে কোনো তফসিলি ব্যাংকের দায়ের উপর কোনো সুদ অথবা অন্য কোনো চার্জ আরোপিত হইবে না।

৫৬. কতিপয় পদক্ষেপ বাতিলকরণের আদেশ চাহিয়া অবসায়ক কর্তৃক আদালতে আবেদন।– (১) অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে, অবসায়ন আদেশ জারির তারিখের পূর্বে**র ৫ (পাঁচ)** বৎসরের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদনের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষগণের বক্তব্য শুনানির পর, আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে উক্ত তফসিলি ব্যাংক এবং উক্ত কার্যক্রমে জড়িত পক্ষগণ উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনকালে অবগত ছিলেন অথবা তাহাদের অবগত থাকা উচিত ছিল যে উহা তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারী অথবা অন্যান্য পাওনাদারগণের স্বার্থের ক্ষতি করিতে পারে, তাহা হইলে আদালত উক্ত কার্যক্রম বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৩) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে উপধারা (২) এ উল্লিখিত অবগতির বিষয়টি অনুমিত হইবে–

ক) কোনো প্রতিদান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে কোনো উপহার অথবা অন্য কোনো হস্তান্তর;

বাংলাদেশ ব্যাংক আইন বিভাগ টাকশাল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

খ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক উহার কোনো শেয়ার ধারক, পরিচালক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা কোনো কর্মচারীর অনুকূলে পরিশোধিত অর্থ, হস্তান্তরকৃত সম্পদ অথবা অন্য যেকোন স্বার্থ, যা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামতকে বিবেচনায় নিয়া আদালতের সন্তুষ্টিক্রমে প্রমাণ করিতে পারে যে-

(i) উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল যে, তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে অর্থ পরিশোধ অথবা সম্পদ বা স্বার্থ হস্তান্তরের বিষয়টি উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক সেই বিষয়ে প্রদত্ত উপস্থাপনার ভিত্তিতে প্রকৃত ও যথাযথ; এবং

(i) তফসিলি ব্যাংকের অর্থ পরিশোধ অথবা সম্পদ বা স্বার্থ হস্তান্তরের বিষয়টি উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারী ও পাওনাদারগণের স্বার্থের পরিপন্থী- সে বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি অবগত ছিলেন না;

গ) নির্ধারিত তারিখের পূর্বে দায় পরিশোধ অথবা সম্পদ হস্তান্তর, অথবা ঋণ পরিশোধযোগ্য হইবার তারিখের পূর্বে ঋণের জামানত হস্তান্তর;

ঘ) তফসিলি ব্যাংকের সহিত সম্পাদিত যে কোন চুক্তি, যে চুক্তিতে চুক্তির অন্য পক্ষ বা পক্ষগণের উপর আরোপিত বাধ্যবাধকতার তুলনায় উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর অধিকতর কঠিন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়;

ঙ) আর্থিক চুক্তি ব্যতীত উক্ত তফসিলি ব্যাংক এবং অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি বন্দোবস্ত, যাহা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের আদেশ জারীর পূর্বেই উক্ত ব্যাংক ও চুক্তিবদ্ধ অন্য পক্ষের পারস্পরিক দায়-দেনা নিষ্পত্তির অনুমতি দেয়; অথবা,

চ) তফসিলি ব্যাংক এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হস্তান্তর।

৫৭. জিম্মাদারী কার্যাবলী সমাপ্তকরণ।— অবসায়ক যথাসাধ্য দ্রুততার সহিত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন —

ক) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক জিম্মাদারী ক্ষমতায় নির্বাহকৃত সকল কার্যাবলী সমাপ্ত করা;

খ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক জিম্মাদারী ক্ষমতায়, অথবা জামিনদার হিসাবে রক্ষিত সকল তহবিল, অন্যান্য সম্পত্তি, সেফ ডিপোজিট, ক্ষেত্রমত, সেই ব্যক্তি অথবা তাহার বা তাহাদের আইনানুগ উত্তরাধিকারী অথবা প্রতিনিধিগণ, অথবা আইনগতভাবে অধিকারীগণের নিকট ফেরত প্রদান করা এবং

গ) তফসিলি ব্যাংকের জিম্মাদারী হিসাব নিষ্পত্তি করা।

৫৮. বিদ্যমান চুক্তি সমাপ্তকরণ।— (১) অবসায়ন আদেশ জারির তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে, অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং এক মাস পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারির শর্তে, এবং সেই সময়ে বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত চুক্তিসমূহ সমাপ্ত করিতে পারিবেন—

ক) তফসিলি ব্যাংকের সহিত সম্পাদিত যে-কোনো কর্মসংস্থান চুক্তি;

খ) যে-কোনো পরিষেবা চুক্তি যাহাতে তফসিলি ব্যাংক একটি পক্ষ; এবং

গ) তফসিলি ব্যাংকের যে-কোনো বাধ্যবাধকতা, যেইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতাগুলি অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়—

(i) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার অধীনে;

(ii) ইজারাগ্রহীতা হিসাবে;

(iii) সিকিউরিটিজ, পরিশোধের দলিল অথবা বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ অথবা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা;

(iv) ঋণপত্রের অধীনে; এবং

(v) গ্যারান্টি, বিকল্প এবং অন্যান্য আকস্মিক দায়বদ্ধতার অধীনে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে সংক্ষুব্ধ যে-কোনো ব্যক্তি, উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন।

৫৯. পরিশোধ ও নিকাশ ব্যবস্থার নিষ্পত্তি।— (১) বলবৎ অন্য কোনো আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও —

ক) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকৃত পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পন্নযোগ্য কোন অপ্রত্যাহারযোগ্য লেনদেন, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন আদেশ জারী হওয়া সত্ত্বেও উহা কার্যকর হওয়ার পূর্বে অপ্রত্যাহারযোগ্য হইয়া থাকিলে, আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য এবং তৃতীয় পক্ষের জন্য বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হইবে।; অথবা

খ) কোন তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন আদেশ জারীর পর যদি উক্ত ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকৃত পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পন্নযোগ্য কোন অপ্রত্যাহারযোগ্য লেনদেন সংঘটিত হইয়া থাকে এবং উক্ত আদেশ কার্যকরী হইবার তারিখে যদি সেই লেনদেন সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তা আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য এবং তৃতীয় পক্ষের জন্য বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হইবে।

FINAL DRAFT

(২) তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের আদেশ কার্যকরী হইবার তারিখের পূর্বে যদি উক্ত ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকৃত পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পন্নযোগ্য কোন প্রকার লেনদেনের নেটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আইনগতভাবে সুরক্ষিত থাকিবে। এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে—

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকৃত পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমে সংঘটিত যে কোন লেনদেন উক্ত সিস্টেমেরজন্য প্রযোজ্য আইন, প্রবিধান অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ে অপ্রত্যাহারযোগ্য হইবে, এবং

খ) নেটিং বলিতে উল্লিখিত সেটেলমেন্ট সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী সত্তাসমূহের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন লেনদেনের ফলস্বরূপ উদ্ভূত নেট দেনা অথবা পাওনাকে বুঝাইবে।

৬০. অবসায়ক কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল।— (১) ধারা ৫১-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে সম্পদ, বহি, রেকর্ড এবং অন্য কোনো আকারে থাকা তথ্যাদির দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সকল সম্পদ, দাবি, চুক্তি এবং প্রধান লেনদেনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন কর্মকর্তার জিম্মায় থাকা অবসায়নাধীন ব্যাংকটির দায় ও সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলী, যাহা ব্যাংকটির দায় ও সম্পদ চিহ্নিত করার কাজে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, অবসায়ককে প্রদান করিবার বিষয়টি আইনগতভাবে বৈধ হইবে।

৬১. দাবি নিবন্ধন।— (১) অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের উপর যে-কোনো দাবি অবসায়ন আদেশ জারির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে অবসায়কের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিলকৃত যে-কোনো দাবির সহিত উক্ত দাবির প্রামাণক হিসাবে নিম্নলিখিত ন্যূনতম তথ্যাবলী সংযুক্ত করিতে হইবে —

ক) পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা;

খ)অবসায়নের আদেশ কার্যকরী হইবার তারিখ পর্যন্ত মূল দাবির উপর আরোপিত সুদ ও অন্যান্য চার্জ, জরিমানা ও করের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক দাবির প্রকৃতি; এবং

গ) জামিনদাতার নাম ও ঠিকানাসহ দাবি সুরক্ষাকারী যে-কোনো বন্ধক, লিয়েন বা গ্যারান্টি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ।

(৩) ধারা ৬২-এর উপধারা (৪)-এর বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে, অবসায়ক উপধারা (১)-এর অধীনে তাহার নিকট দাখিলকৃত প্রতিটি দাবি নিবন্ধন করিবেন এবং উক্ত নিবন্ধনের প্রমাণস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফরমে একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ইস্যু করিবেন।

(৪) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র দাবি নিবন্ধনের প্রাথমিক প্রমাণক হিসাবে গণ্য হইবে।

৬২. দাবি অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান।— (১) এই ধারার উপধারা (৪) এবং (৫)-এর বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে, শুধুমাত্র অবসায়ক কর্তৃক নিবন্ধিত দাবিসমূহ তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হইবে।

(২) তফসিলি ব্যাংকের কোন পাওনাদার, যাহার পাওনা কোন বন্ধকী বা লিয়েন দ্বারা সুরক্ষিত, উক্ত বন্ধকীকৃত বা লিয়েনকৃত সম্পদ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে লব্ধ প্রত্যাশিত মূল্যের অতিরিক্ত অথবা, ধারা ৪ এর উপধারা ১৪ তে বিধৃত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যেকোন পেশাদার জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সম্পদের নির্ধারিত বাজারমূল্যের সমপরিমাণ দাবি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো দাবির মূল্য অজ্ঞাতহইলে ধারা (৪)-এর উপধারা (১৪)-এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো স্বাধীন জামানত মূল্যায়নকারী সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে মূল্য নির্ধারণপূর্বক অবসায়ক সেই দাবি অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৪) অবসায়ক ধারা ৬১-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে নিবন্ধিত প্রতিটি দাবি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, উক্ত দাবিসমূহকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবেন —

ক) অবসায়ক কর্তৃক অনুমোদিত দাবি; এবং

খ) অবসায়ক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দাবি।

(৫) অবসায়ক উপধারা (৪)-এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ দাবিসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি পৃথক তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। উপধারা ৪-এর দফা (খ)-এর অধীনে প্রত্যাখ্যাত দাবি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ দাবিসমূহের ক্ষেত্রে, অবসায়ক উক্ত তালিকায় উক্ত দাবিসমূহকে প্রত্যাখ্যাত দাবি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৬) উপধারা (৫)-এ উল্লিখিত উভয় তালিকাই দাবি নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা হইতে এক মাসের মধ্যে সম্পন্নকরতঃআদালত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৭) অবসায়ক প্রত্যেক দাবিদারকে, যাহার দাবি উপধারা (৪)-এর অধীনে প্রত্যাখ্যাত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি লিখিতভাবে, ধারা ৬১-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ইস্যুর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন।

FINAL DRAFT

৬৩. প্রত্যাখ্যাত দাবির বিরুদ্ধে আপিল।— (১) ধারা ৬২-এর বিধানাবলীর অধীনে দাবির প্রত্যাখ্যানে সংক্ষুব্ধ দাবিদার ধারা ৬২-এর উপধারা (৭)-এর অধীনে অবহিতকরণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত দাবির স্বীকৃতির জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আদালত উপধারা (১)-এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনার পর, উক্ত দাবি অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যানের আদেশ দিতে পারিবেন। তবে অবসায়কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য কোনো ঘাটতি বা সুস্পষ্ট কোনো ভুল না থাকিলে আদালত অবসায়কের বিশেষায়িত মূল্যায়নকে (technical assessment) বাতিল করিবেন না।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে আদালত কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোনো দাবি, ধারা ৬২-এর উপধারা (৫)-এ উল্লিখিত প্রত্যাখ্যাত দাবির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে, এবং অনুমোদিত দাবির একটি পৃথক তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(৪) অবসায়ক আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দাবিসমূহ পরিশোধ করিবেন না।

৬৪. অবসায়নে সম্পদ বিক্রয় এবং দায় নিষ্পত্তি।— ধারা ৬৭-এর বিধান সাপেক্ষে, অবসায়ক ধারা ৫৪-এর অবসায়ন পরিকল্পনা অনুসারে, এই অধ্যাদেশের এই অংশের অধীনে অবসায়ন শুরু হওয়ার পর তফসিলি ব্যাংকের যে-কোনো অথবা সকল সম্পদ বিক্রয় এবং দায়, আইনগত অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিষ্পত্তি করিবেন।

৬৫. দায় সমন্বয় এবং নেটিং।— (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং তদনুসারে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহা অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক এবং ইহার চুক্তিভিত্তিক প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রচলিত আইনী প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক দায় সমন্বয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

(২) অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক এবং ইহার চুক্তিভিত্তিক প্রতিপক্ষের মধ্যে অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক এবং স্ব স্ব চুক্তিভিত্তিক প্রতিপক্ষের মধ্যে আর্থিক চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত নেট দায় নির্ধারণ ও পারস্পরিক দায় সমন্বয় সংক্রান্ত বিধানাবলী বিবেচনা করা হইবে।

(৩) অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক এবং স্ব স্ব চুক্তিভিত্তিক প্রতিপক্ষের মধ্যে আর্থিক চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূল্য, প্রতিপক্ষের উপর উক্ত তফসিলি ব্যাংকের একটি দাবি হইবে, অথবা ধারা ৬১-এর বিধানাবলী অধীনে তফসিলি ব্যাংকের উপর প্রতিপক্ষের দাবি হিসাবে নিবন্ধনের পর উহা অনুমোদিত হইবে।

এই ধারার উদ্দেশ্যে, 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূল্য' বলিতে একটি আর্থিক চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে উক্ত চুক্তির পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনা সমন্বয় করিবার পর নির্ণীত নিট পরিমাণকে বুঝাইবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক, সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আর্থিক চুক্তিপত্রের পরিশোধ সমন্বয় এবং নেটিং সম্পর্কিত বিষয়াবলী নির্দিষ্ট করিবে।

৬৬. অবসায়নে সম্পদ বিক্রয়।— (১) অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সুরক্ষিত পাওনাদারগণের অনুমোদিত দাবি সুরক্ষাকারী সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্পদ, অবসায়ক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হইবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বাণিজ্যিকভাবে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে সম্পদ বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে, যখন উক্ত সম্পদ নিম্নলিখিতভাবে বিলি করা হইবে—

ক) যখন সিকিউরিটিজ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং অন্যান্য সম্পদ, যাহা সহজে বিক্রয় করা যায়, সেইগুলি লেনদেনকৃত বাজারে প্রচলিত মূল্যে বিক্রয় করা হয়, এবং

খ) যখন এইরূপ সম্পদ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হয়।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অবসায়ক নির্ধারণ করেন যে প্রকাশ্য নিলামে সম্পদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্য পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে অবসায়ক আলোচনার মাধ্যমে সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন চাইবেন।

(৩) দাবিকৃত জামানত হিসাবে থাকা সম্পদের মূল্য সম্পর্কে অবসায়ক এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, উহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যদি না উক্ত সম্পদ ধারা ৪-এর উপধারা (১৪)-এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো স্বাধীন জামানত মূল্যায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার মূল্যে অথবা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হয়, সেই ক্ষেত্রে বাজার মূল্যে অথবা প্রকাশ্য নিলামের বিক্রয় মূল্য সম্পদের মূল্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হইবে।

৬৭. অবসায়নে সম্পদ বিতরণের দাবির পর্যায়ক্রম।— (১) অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, উপধারা (২)-এ উল্লিখিত দাবির পর্যায়ক্রম অনুসারে বিতরণ করিবেন।

(২) অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারের ক্রমে (hierarchy of claims) বিতরণ করা হইবে —

ক) অবসায়ক কর্তৃক ব্যয়িত অবসায়ন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক সকল যুক্তিসঙ্গত খরচ ও ব্যয়;

খ) সুরক্ষিত আমানত এবং বীমাকৃত আমানতকারীদের অধিকার হস্তান্তরের ফলে সৃষ্ট আমানত সুরক্ষা তহবিলের দাবি;

গ) আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫- এ নির্ধারিত সুরক্ষিত সীমার অতিরিক্ত সুরক্ষণযোগ্য আমানত;

FINAL DRAFT

ঘ) এই অধ্যাদেশের ধারা **৪৯**এর উপধারা (৬)-এর অধীন জারীকৃত অবসায়ন আদেশ জারির তারিখের পূর্বে এক বৎসরের বেশি নয় এমন সময়ের মধ্যে সরকারের এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিলি ব্যাংকের প্রদেয় কর ও বিল;

ঙ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল, গ্র্যাচুইটি তহবিল অথবা অন্য কোনো কল্যাণ তহবিল হইতে কর্মচারীদের প্রদেয় যে-কোনো অর্থ;

চ) এই অধ্যাদেশের ধারা **৪৯**-এর উপধারা (৬)-এর অধীন জারিকৃত অবসায়ন আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরবর্তী তিন স্তর ব্যতীত সকল স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) অর্জিত বেতন ও মজুরি এবং তফসিলি ব্যাংকের যে-কোনো কর্মকর্তা বাকর্মচারীর নিকট প্রদেয় অথবা তাহাদের পক্ষে প্রদেয় অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ পাওনা;

ছ) এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজল্যুশন অর্থায়নের জন্য সরকারকে প্রদেয় যে-কোনো অর্থ;

জ) রেজল্যুশন এরকারণে সৃষ্ট তফসিলি ব্যাংকের দায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের নিকট প্রদেয় ও বকেয়া;

ঝ) আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীন সংজ্ঞায়িত অসুরক্ষিত পাওনাদার এবং অরক্ষিত আমানতসহ অন্যান্য সকল সাধারণ পাওনাদারগণের দাবি;

ঞ) টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার গণের দাবি;

ট) টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারকগণের দাবি;

ঠ) অতিরিক্ত টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারকগণের দাবি;

ড) যে-কোনো সুরক্ষিত দাবিসহ দায়ী ব্যক্তিগণের দাবি; এবং

ঢ) কমন ইক্যুইটি টিয়ার ১ মূলধন উপাদানধারকগণের দাবি।

(৩) ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবসায়নের ক্ষেত্রে, সম্পদ বিতরণের দাবি অগ্রাধিকারের বিষয়াবলী বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৬৮. অবসায়নে পরিশোধ বিতরণের সূচি।— (১) অবসায়নাধীন কোনো তফসিলী ব্যাংকের আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারগণের দাবি কেবলমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত এ সংক্রান্ত বিতরণ সূচিতে উল্লিখিত পরিমাণে পরিশোধ করা হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলী ব্যাংকের আমানতকারী এবং অন্যান্য পাওনাদারগণের পরিশোধের জন্য একটি বিতরণ সূচি প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে ধারা ৬**১** এবং ৬**২**-এর অধীনে স্বীকৃত দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, এবং তাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

(৩) প্রতিটি পরিশোধ বিতরণসূচি ধারা ৬৭-এর বিধানে উল্লিখিত নির্ধারিত দাবির শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অনুমোদিত দাবির ভিত্তিতে প্রদেয় অর্থের ক্রম নির্ধারণ ও সংযোজন করিবে, শুধুমাত্র যদি —

ক) অন্তর্ভুক্ত দাবির তুলনায় অগ্রগণ্য সকল উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত অনুমোদিত দাবির উপর প্রদেয় অর্থ যাহা, পূর্ববর্তী বিতরণ সময়সূচী অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে বা এই বিতরণ সময়সূচীর অধীনে সম্পূর্ণ পরিশোধ করা সম্ভব; এবং

খ) যে সকল দাবির অগ্রাধিকারের ক্রম অন্তর্ভুক্ত দাবির তুলনায় উচ্চতর এবং এখনো অনুমোদিত হয়নি, সেগুলোর সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং যে সকল দাবির অগ্রাধিকারের ক্রম অন্তর্ভুক্ত দাবির সমান এবং এখনো অনুমোদিত হয়নি, সেগুলোর সমতুল্য আচরণ নিশ্চিত করা হইয়াছে।

(৪) যদি বিদ্যমান তহবিল একটি নির্দিষ্ট অগ্রাধিকারের সমস্ত দাবি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে অপর্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত দাবিসমূহের পরিশোধ তহবিল এর আনুপাতিক হারে বিতরণ করা হইবে, এবং প্রথমোক্ত দাবিসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না গেলে নিম্ন অগ্রাধিকারের দাবিসমূহের পরিশোধের জন্য কোনো তহবিল বরাদ্দ করা হইবে না।

(৫) উপধারা (২)-এর অধীনে দাখিলকৃত পরিশোধ বিতরণের সূচি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই, অবসায়ক বাংলাদেশে প্রচলিত বহুল প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র (বাংলা ও ইংরেজি), বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট এবং ব্যাংকের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি, একটানা তিন সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে একবার করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন, যাহাতে সেই তারিখ ও স্থান সম্পর্কিত তথ্য থাকিবে যেখানে ও যখন অনুমোদিত দাবির অধিকারী ব্যক্তিগণ পরিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে উক্ত বিতরণ সূচিতে তালিকাভূক্ত পরিশোধসমূহ অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) বিতরণ সূচিতে তালিকাভুক্ত যে-কোনো পরিমাণ অর্থ, যা শনাক্তকরণ অথবা প্রাসঙ্গিক আমানতকারী ও পাওনাদারগণের সহিত যোগাযোগ করা সম্ভবপর না হওয়ার কারণে পরিশোধ করা হয় নাই, তা বাংলাদেশ ব্যাংকে উক্ত উদ্দেশ্যে রক্ষিত একটি বিশেষ হিসাবে জমা করিতে হইবে।

FINAL DRAFT

(৭) উপধারা (৬)-এর অধীনে জমাকৃত যে-কোনো তহবিল, যাহা এই ধারার অধীনে তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারী বা পাওনাদারগণের মধ্যে চূড়ান্ত বিতরণের তারিখের ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদের মধ্যে মালিক কর্তৃক দাবি করা হয় নাই, তাহা ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে অদাবীকৃত আমানত হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬৯. **বাংলাদেশের বাইরে প্রধান কার্যালয় বিশিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন প্রক্রিয়া।**— (১) বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত প্রধান কার্যালয় বিশিষ্টকোনো তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা যাইতে পারে—

ক) যদি উক্ত তফসিলি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পূরণ করিয়া বাংলাদেশে তাহার ব্যবসা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হয়;

খ) যদি ধারা ৪৮-এ উল্লিখিত কোনো কারণ এই তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; অথবা

গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হইতে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় যেই দেশে অবস্থিত অথবা যেখানে উক্ত ব্যাংক মূলত তাহার ব্যবসা পরিচালনা করে, সেখানে অবসায়ন কার্যাবলী শুরু হইয়া থাকিলে।

(২) তফসিলি ব্যাংক অবসায়ন সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশের এই অংশের বিধানাবলী, বাংলাদেশের বাইরে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হইবে, যেভাবে উহা বাংলাদেশে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত।

(৩) বাংলাদেশের বাইরে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সকল সম্পদ, দায়, কার্য ও ত্রুটি, যা বাংলাদেশে উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা হইতে উদ্ভূত, অথবা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কিত, এই ধারার বিধানাবলী প্রয়োগ করিবার সময় উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর বর্তাবে।

(৪) অবসায়ক উক্ত তফসিলি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুরূপ পদক্ষপ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন হইত।

(৫) বাংলাদেশের বাইরে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়ন কার্যাবলী শুরু করিবার জন্য আদালতের আদেশ জারি হওয়ার সময় হইতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব লিখিত অনুমোদনক্রমে অনুমতিপ্রাপ্ত কার্যক্রম ব্যতীত, বাংলাদেশে পরিচালিত অন্যান্য সকল কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিবে।

(৬) বাংলাদেশের বাইরে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের মালিকানাধীন কোনো সম্পদ যেন বাংলাদেশ হইতে অপসারণ করা না হয় অবসায়ককে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যতক্ষণ না উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল বাধ্যবাধকতা ও সৃষ্ট দায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে উক্ত ব্যাংককে প্রদান করা লাইসেন্স অনুযায়ী পরিশোধ করা না হইয়া থাকে।

৭০. **অবসায়ন কার্যাবলী সমাপ্তকরণ।— (১)** অবসায়ন সম্পন্নের পর, অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত একজন বহি: নিরীক্ষকের মতামতসহ, তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং অনুমোদনের জন্য আদালতে দাখিল করিবেন।

(২) বহি: নিরীক্ষকের পারিশ্রমিক তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বহি: নিরীক্ষক মতামতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিবেন—

ক) অবসায়কের হিসাব-বিবরণী সত্য ও ন্যায্য কি না এবং উহা সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে কি না;

খ) অবসায়ক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব-বিবরণী তফসিলি ব্যাংকের সম্পদের সহিত সামঞ্জস্যতা ও সঠিকতা প্রদর্শন করে কি না;

গ) যে সকল ক্ষেত্রে উক্ত বহি: নিরীক্ষক অবসায়কের নিকট হইতে কোনো ব্যাখ্যা বা তথ্য তলব করিয়াছেন, সে সকল ক্ষেত্রে অবসায়ক কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাখ্যা বা তথ্য সন্তোষজনক কি না; এবং

ঘ) অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করিয়াছেন কি না।

(৪) আদালত নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী এবং অবসায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন অনুমোদন করিতে পারিবে এবং অবসায়ককে তফসিলি ব্যাংকের হিসাব-বহি ও নথিপত্র এবং অবসায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য দলিলপত্রাদি, আদালত উপযুক্ত মনে করিতে পারে, এমন কোনো স্থানে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে। তবে অবসায়ন কার্যাবলী সমাপ্তির লক্ষ্যে অবসায়কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য কোনো ঘাটতি বা সুস্পষ্ট কোনো ভুল না থাকিলে আদালত অবসায়কের বিশেষায়িত মূল্যায়নকে (technical assessment) বাতিল করিবেন না।

(৫) উপধারা (৪)-এর অধীনে অনুমোদন প্রাপ্তির পর, অবসায়ক উক্ত অনুমোদনের একটি বিজ্ঞপ্তি সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশ করিবেন, এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন।

(৬) উপধারা (৫)-এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর, অবসায়ক যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধককে (Registrar of Joint Stock Companies and Firms) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর বিধান অনুযায়ী

FINAL DRAFT

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক রক্ষিত রেজিস্টার হইতে কোম্পানীর নাম অপসারণ করিবার জন্য অবহিত করিবেন।

অতঃপর, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধক উক্ত কোম্পানীর নাম রেজিস্টার হইতে অপসারণ করিবেন এবং সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত কমপক্ষে দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশ করিবেন, এবং একই সঙ্গে যৌথমুলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন।

(৭) উপধারা (৬)-এর অধীন কোনো কোম্পানীর নাম অপসারণের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে, তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়ন কার্যাবলী সমাপ্ত হইবে এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) আদালত কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী এবং অবসায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের অনুমোদন তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন সম্পর্কিত ক্ষেত্রে অবসায়ককে যে-কোনো দায় হইতে অব্যাহতি ও দায়মুক্ত করিবে।

(৯) উপধারা (৮)-এর অধীনে তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন এই অধ্যাদেশের অথবা অন্য কোনো আইনের অধীন দায়ী ব্যক্তিগণের দায় মুক্ত করিবে না, এবং উক্ত দায় বহাল থাকিবে এবং এমনভাবে বলবৎ থাকিতে পারে যেন কোম্পানীটি বিলুপ্ত হয় নাই।

FINAL DRAFT

ষষ্ঠ খন্ড – তফসিলি ব্যাংকের স্বেচ্ছায় অবসায়ন

৭১. **স্বেচ্ছায় অবসায়নের পরিধি।–** দেউলিয়াত্বের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের ক্ষেত্রে, অথবা যে তফসিলি ব্যাংকের পরিচালনা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে উহার অবসায়নের ক্ষেত্রে, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদারগণের পরিশোধ সক্ষমতা প্রত্যয়িত নহে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের ক্ষেত্রে এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৭২. **তফসিলি ব্যাংকের আবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন।– (১)** তফসিলি ব্যাংক উহার ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) তফসিলি ব্যাংক লাইসেন্স প্রত্যাহারের অনুরোধসহ আবেদনের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী তিন বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী, এবং বোর্ড সভায় অনুমোদিত অবসায়ন পরিকল্পনা সংযুক্ত করিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আবেদনের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে তফসিলি ব্যাংকের অনুরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন পরিকল্পনা এবং সচ্ছলতা, ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের পর ব্যাংকের দায় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য সম্পদের প্রাপ্যতাসহ সবকিছু বিবেচনাপূর্বক উক্ত আবেদনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অবিলম্বে তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিবার বিষয়ে একটি প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত প্রেরণ করিবে।

৭৩. **তফসিলি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধকরণ এবং স্বেচ্ছায় অবসায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা।–** (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত, তফসিলি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করা যাইবে না, এবং স্বেচ্ছায় অবসায়ন নিজ থেকে শুরু করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৪ অনুযায়ী ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে অবসায়ন পরিকল্পনা শুরু করিতে হইবে।

(৩) স্বেচ্ছায় অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক অবসায়নের আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাংকিং লেনদেন, কার্যক্রম অথবা কর্মকান্ড সম্পাদন করিতে পারিবে না।

(৪) তফসিলি ব্যাংকের বন্ধ হওয়া কার্যক্রম ও অবসায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে অবসায়ন বোর্ডে উহার এক বা একাধিক সদস্য মনোনয়ন দিতে পারিবে।

FINAL DRAFT

৭৪. **ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের প্রকাশ ও কার্যকরীকরণ।–** (১) বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক এবং কর কর্তৃপক্ষের নিকট অবসায়ন সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবে এবং কমপক্ষে দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) উক্ত সিদ্ধান্তের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে, এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও অবসায়নাধীন ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করিবে। ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট করা না হইলে, ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত প্রকাশের তারিখের পরদিন হইতে **উহা** কার্যকর হইবে।

(২) ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ হইতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের নামের সহিত **'অবসায়নাধীন'** শব্দ যুক্ত করিতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করা যাইবে। আপিল দাখিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা হইবে না।

৭৫ **ঘোষণা ও পরিশোধ।–** (১) ধারা ৭৪ অনুযায়ী স্বেচ্ছায় অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষিত আমানতসমূহ এবং কোনো প্রকার বিলম্ব ব্যতীত ২ (দুই) মাসের মধ্যে তাহাদের অন্যান্য সমস্ত দায় এবং উহা হইতে উদ্ভূত সুদসহ পরিশোধ করিবে। সেই লক্ষ্যে, স্বেচ্ছায় অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক কমপক্ষে দুইটি দৈনিক পত্রিকায় তিন দিন যাবৎ অবসায়নের ঘোষণা প্রকাশ করিবে এবং আমানতকারীগণ ও অন্যান্য পাওনাদারগণকে তাহাদের দাবি পূরণের জন্য আবেদন করিবার জন্য আহ্বান জানাইবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে বা সময়সীমার মধ্যে পালন করা না হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত অবসায়ন অনুমতি বাতিল করিতে পারিবে।

৭৬. **অবসায়ন রেকর্ড অবহিতকরণ।–** যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিকট অবসায়নের সিদ্ধান্ত নিবন্ধন করিবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্যাংক কোম্পানি, বাংলাদেশে ব্যাংকের নিকট সহায়ক দলিলাদি দাখিল করিবে।

সপ্তম খন্ড — ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিলের অপব্যবহার

৭৭. প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল ব্যবহার অথবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী ব্যক্তিগণ।— দায়ী ব্যক্তিগণ তাহারা, যাহাদেরকে এই অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো আইনের অধীনে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ তাহাদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা এবং সিদ্ধান্তের ফলে তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য দায়ী হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে, যাহার মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত-

ক) উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণ;

খ) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ এবং তফসিলি ব্যাংকের অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ, যাহারা স্ব স্ব দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকিবেন;

গ) ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান;

ঘ) দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৪০৩ এবং ৪০৪-এর বিধান অনুযায়ী অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকারী ব্যক্তি;

ঙ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ধারা ২(শ)-এর অধীনে অপরাধকারী ব্যক্তি; অথবা

চ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত অন্য যে-কোনো প্রাকৃতিক বা আইনি ব্যক্তি।

৭৮. প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলসমূহ।— (১) নিম্নোক্ত পন্থায় প্রতারণামূলকভাবে, অসৎভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা স্বেচ্ছায় ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল ব্যবহার করা হইলে উহাকে ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলের অপব্যবহার হিসাবে চিহ্নিত হইবে—

(ক) এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৭-এ সংজ্ঞায়িত দায়ী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সরাসরিভাবে;

(খ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৭-এ সংজ্ঞায়িত দায়ী ব্যক্তিগণের সহায়তায় এবং ব্যাংকের অন্যান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে, অর্থ, সম্পত্তি এবং যে-কোনো প্রকার অধিকার ও প্রাপ্য নিজেদের বা অন্যের অনুকূলে আহরণের উদ্দেশ্যে, যাহা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে-

(অ) নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের প্রদত্ত ঋণ এবং/অথবা অন্যান্য সুবিধাদি, যথা:

(১) দায়ী ব্যক্তিগণ এবং তাহাদের পরিবারকে (তাহাদের স্ত্রী/স্বামী, সন্তান এবং পালিত সন্তান এবং তাহাদের অন্যান্য রক্ত সম্পর্কীয় ও বৈবাহিক আত্মীয়গণ) ঋণ/অর্থ প্রদান;

(২) দফা-ক-তে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে অন্য ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বা কোনো আসল বা সুদ আদায় ব্যতিরেকে একই ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে ঋণ পুন:নবায়ন;

(৩) দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট সরাসরি বা তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঋণ ফেরত প্রদানের অভিপ্রায়ে তৃতীয় পক্ষকে ঋণ প্রদান;

(৪) দৃশ্যত ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিবর্গকে ঋণ প্রদান;

(৫) দায়ী ব্যক্তিবর্গের ব্যবস্থাপনা এবং/অথবা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী এবং/অথবা স্থায়ীভাবে নিয়োগ চুক্তিসহ অথবা চুক্তি ব্যতীত নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিষ্ঠাতা, অংশীদার, ব্যবস্থাপক অথবা নিরীক্ষক হিসাবে থাকা কোম্পানিগুলোকে ঋণ প্রদান;

(৬) দায়ী ব্যক্তিবর্গের অস্থায়ী এবং/অথবা স্থায়ীভাবে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ, যাহারা প্রক্সি (Proxy) এবং/অথবা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং/অথবা এজেন্ট হিসাবে এবং/অথবা প্রক্সি বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ব্যতিরেকে প্রতিনিধিত্বের ন্যায় কোনো আইনি ব্যবস্থা বা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া কর্ম সম্পাদন করে, এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী প্রকৃত এবং/অথবা আইনি সত্তাকে ঋণ প্রদান; অথবা

(৭) ব্যাংকিং আইন ও রীতিনীতির সহিত সাংঘর্ষিক শর্তাবলী এবং/অথবা কোনো প্রকার জামানত ব্যতীত বা পর্যাপ্ত জামানত ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান;

(৮) প্রকৃত ব্যক্তিবর্গ অথবা আইনি সত্তাবর্গ যাহারা পরবর্তীতে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে তালিকাভুক্ত প্রকৃত ব্যক্তি অথবা আইনি সত্তাসমূহের নিকট এই ঋণ এবং/অথবা ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল হস্তান্তর করে;

(৯) প্রকৃত ব্যক্তিবর্গ অথবা আইনি সত্তাবর্গ, যাহারা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষরূপে, এককভাবে এবং/অথবা যৌথভাবে, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ অথবা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ রাখে; অথবা

(১০) দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং/অথবা ব্যাংকের অধীনস্থ এবং/অথবা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষ সহযোগী, যাহারা সাধারণত তাহাদের কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত একই ঠিকানা

বাংলাদেশ ব্যাংক আইন বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ব্যবহার করে এবং/অথবা যাহারা চুক্তিসমূহে ঋণ মওকুফ এবং/অথবা ঋণ হস্তান্তরের অধিকারের মতো নির্দিষ্ট ধারা সংযোজনপূর্বক ঋণ অথবা ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহার করে।

(আ) দেশী অথবা বিদেশী ব্যাংকের সহিত ব্যাংকের সম্পদ ও সম্পত্তি বন্ধক রাখা অথবা জামানত হিসাবে দেখানো;

(ই) ব্যাংকে আমানত এবং অন্যান্য অ্যাকাউন্ট খোলা এবং সেগুলি জামানত হিসাবে দেখানো;

(ঈ) উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণের ঋণের সুদ মওকুফ করা;

(উ) দায়ী ব্যক্তিগণের বৈদেশিক মুদ্রা ঋণকে স্থানীয় মুদ্রায় অথবা বিপরীতক্রমে ক্রমাগত রূপান্তর করিবার মাধ্যমে বিনিময় হারের সুবিধা গ্রহণ করা,

(ঊ) দায়ী ব্যক্তিগণের ক্রেডিট কার্ডের ঋণ পরিশোধ করা;

(ঋ) কল্পিত (fictitious) মুনাফা প্রদর্শন এবং সে মোতাবেক লভ্যাংশ প্রদান করা;

(এ) উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণের নিকট সম্পদ হস্তান্তর করিবার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা;

(ঐ) উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণের দ্বারা ব্যাংকের গ্যারান্টির মাধ্যমে অথবা ব্যাংককে যৌথ দেনাদার হিসবে ব্যবহার করিয়া বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা;

(ও) দায়ী ব্যক্তিগণের কাছে কৃত্রিম উপায়ে কম দাম দেখাইয়া ব্যাংকের রিয়েল এস্টেট এবং সহায়ক সংস্থা বিক্রি করা; অথবা

(ঔ) উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণের প্রতিষ্ঠানসমূহের রিয়েল এস্টেট অথবা শেয়ার অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা।

(২) উপরের বিধানাবলী দায়ী ব্যক্তিগণের এবং/অথবা তাহাদের মাধ্যমে তৃতীয় ব্যক্তিগণের অর্জিত সকল প্রকার অর্থ, সম্পত্তি, অধিকার এবং প্রাপ্তব্য সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭৯. **প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলের হিসাব।**— প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলের পরিমাণ সেই মূল অর্থের সমান হইবে, যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যে-কোনো সুদ, কমিশন, ফি অথবা ক্ষতিপূরণও সংযুক্ত হইবে যাহার গণনা উহা ব্যবহারের তারিখ হইতে শুরু হইবে।

তবে যে ক্ষতি দায়ী ব্যক্তিগণের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকার কারণে অথবা দায়ী ব্যক্তিগণের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের সহিত কোনো সম্পর্ক না থাকার কারণে ঘটিয়াছে, সেই ক্ষতি এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৮০. **দায়ী ব্যক্তিগণের সম্পদ বিবরণী।**— **(১)** এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৭-এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন প্রাকৃতিক ব্যক্তি ও আইনি সত্তার সম্পদ বিবরণী চাহিতে পারিবে ।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বিবরণীতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, প্রাপ্য সম্পদ, সিকিউরিটিজ, অধিকার এবং ক্রোকযোগ্য সকল প্রকার আয় উল্লেখ করিতে হইবে এবং রেজল্যুশন অথবা অবসায়ন প্রক্রিয়া শুরুর অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বিধান অনুযায়ী উক্ত প্রক্রিয়াসমূহে প্রবেশ করিবার তারিখের পূর্বের ৫ (পাঁচ) বৎসরে বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করা অনুরূপ আইটেমগুলির একটি তালিকাও দাখিল করিতে হইবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক সময়ের তথ্যও দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত সম্পদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিবার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই সময়সীমা অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৮১. **ব্যাংক রেজল্যুশন ও অবসায়নে প্রাপ্য আদায়ের ক্ষমতা।**— **(১)** বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল, অথবা রেজল্যুশনের অধীন অথবা অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের প্রাপ্য সম্পদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রযোজ্য করিবে—

ক) যখন কোনো তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করিবার লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হয়, অথবা যখন কোনো তফসিলি ব্যাংককে রেজল্যুশন অথবা অবসায়নাধীন করা হয়, তখন দায়ী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল হইতে অর্জিত সকল আয়, সম্পত্তি, অধিকার এবং প্রাপ্য সম্পদ আইনগত পর্যালোচনার আওতাভুক্ত হইবে।

খ) তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অর্জিত যে-কোনো সম্পদ অথবা অর্থ, দায়ী ব্যক্তি মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যেভাবেই হউক না কেন, তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং আইনগত পর্যালোচনার আওতাভুক্ত হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক উপরোল্লিখিত দায়ী ব্যক্তি অথবা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অর্জিত সকল প্রকার অর্থ, সম্পত্তি, অধিকার এবং প্রাপ্যের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলী প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

FINAL DRAFT

বাংলাদেশ ব্যাংক সচিব বিভাগ ঢাকা-১০০০ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক এই ধারায় উল্লিখিত অর্থ, পণ্য, অধিকার অথবা প্রাপ্য সম্পদ ক্রোক অথবা অনুরূপ যে-কোনো সম্পদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহার মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংক এতৎসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ধারা ৭৮-এ সংজ্ঞায়িত দায়ী ব্যক্তিদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে দায়ের করা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

৮২. দায়ী ব্যক্তিগণের দায়, করণীয় ও তাহাদের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থা।—(১) যদি ইহা নির্ধারিত হয় যে, যে-কোনো তফসিলি ব্যাংকের দায়ী ব্যক্তিগণ তাহাদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যাংকটিকে ব্যর্থ করিয়াছেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিগণ তফসিলি ব্যাংকের যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(২) রেজল্যুশনের অধীন বা অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের দায়ী ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পরিশোধ বা ফেরত প্রদান করিবেন।

(৩) যদি প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল পরিশোধ বা ফেরত প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে দায়ী ব্যক্তিগণের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা এবং সিদ্ধান্তের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রমকে ক্ষুন্ন না করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা প্রশাসক অথবা অবসায়ক অথবা অন্য যে-কোনো কর্তৃপক্ষকে দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম শুরু করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান অথবা অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক অথবা প্রশাসক কর্তৃক দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অথবা তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতার জন্য দায়ী বিবেচিত অন্য কোনো ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বাংলাদেশ ব্যাংক, যাহা আইনগত উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত, কোনো প্রকার বাধা ব্যতীত অব্যাহত রাখিবে। এই মামলা এবং আইনগত কার্যক্রমের কারণে প্রদেয় এবং প্রাপ্য সকল অর্থ দায়ী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে।

FINAL DRAFT

অষ্টম খণ্ড – বিবিধ বিষয়াদী

৮৩. তফসিলি ব্যাংকের পরিচালক এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ।– (১) অস্থায়ী প্রশাসন ও রেজল্যুশন-এর আওতাধীন অথবা অবসায়নাধীন কোনো তফসিলি ব্যাংকের পরিচালক অথবা কর্মকর্তা, যিনি –

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রশাসক অথবা অবসায়কের অনুরোধে, তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হন, যাহার মধ্যে কীভাবে, কাহাকে এবং কোন বিবেচনায় উক্ত সম্পত্তি অথবা উহার অংশবিশেষ হস্তান্তর করা হইয়াছে, সেই তথ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রশাসক অথবা অবসায়কের নির্দেশ অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়াদী প্রদান করিতে ব্যর্থ হন –

(i) উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে অথবা উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি; অথবা

(ii) উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে অথবা উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল বহি, রেকর্ড, রেজিস্টার এবং দলিলপত্র;

গ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অস্থায়ী প্রশাসন, রেজল্যুশন অথবা অবসায়ন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বারো মাসের মধ্যে, অথবা তৎপরবর্তী যে-কোনো সময়ে –

(i) তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তির কোনো অংশ গোপন করিয়াছেন অথবা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের প্রাপ্য অথবা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের নিকট হইতে উত্তোলনকৃত কোনো ঋণ গোপন করিয়াছেন;

(ii) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তির কোনো অংশ প্রতারণামূলকভাবে স্থানান্তর করিয়াছেন;

(iii) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা বিষয়াদি সংক্রান্ত অথবা সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্র গোপন করিয়াছেন, ধ্বংস করিয়াছেন, বিকৃত করিয়াছেন অথবা জাল করিয়াছেন, অথবা গোপন, ধ্বংস, বিকৃতি বা জালিয়াতির ক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন;

(iv) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা বিষয়াদি সংক্রান্ত অথবা সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্রে কোনো মিথ্যা এন্ট্রি করিয়াছেন অথবা করিতে সহযোগী ছিলেন;

(v) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা বিষয়াদি সংক্রান্ত অথবা সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্রে প্রতারণামূলকভাবে কোনো অংশের বিলোপ করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, অথবা কোনো ত্রুটি করিয়াছেন, অথবা প্রতারণামূলক বিলোপ, পরিবর্তন বা ত্রুটি করিতে সহযোগী ছিলেন;

(vi) কোনো মিথ্যা উপস্থাপনা অথবা অন্য কোনো জালিয়াতির মাধ্যমে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের জন্য বা পক্ষ হইতে, পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করিবার শর্তে কোনো সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন যাহার জন্য উক্ত তফসিলি ব্যাংক পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করে নাই;

(vii) উক্ত তফসিলি ব্যাংক তাহার ব্যবসা চালাইতেছে এইরূপ মিথ্যা অজুহাতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের জন্য বা পক্ষ হইতে, পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করিবার শর্তে কোনো সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন যাহার জন্য উক্ত তফসিলি ব্যাংক পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করে নাই; অথবা

(viii) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের এমন কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াছেন অথবা হস্তান্তর করিয়াছেন যাহা পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করিবার শর্তে অর্জিত হইয়াছিল এবং যাহার জন্য মূল্য পরিশোধ করা হয় নাই, যদি না উক্ত বন্ধক অথবা হস্তান্তর তফসিলি ব্যাংকের ব্যবসার সাধারণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে হইয়া থাকে;

ঘ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কিত কোনো বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য বিলোপ করিয়াছেন;

ঙ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ঋণ ভুয়া প্রমাণিত হইয়াছে জানিয়াও অথবা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও এক মাসের মধ্যে অবসায়ককে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন;

চ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা বিষয়াদি সংক্রান্ত অথবা সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্র উপস্থাপন করিতে বাধা দেন;

ছ) অস্থায়ী প্রশাসন, রেজল্যুশন বা অবসায়ন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের **৫ (পাঁচ)** বৎসরের মধ্যে, অথবা তৎপরবর্তী যে-কোনো সময়ে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তির কোনো অংশের মনগড়া ক্ষতি অথবা ব্যয়ের হিসাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; অথবা

জ) অস্থায়ী প্রশাসন, রেজল্যুশন অথবা অবসায়ন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের **৫ (পাঁচ)** বৎসরের মধ্যে অথবা তৎপরবর্তী যে-কোনো সময়ে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদারগণের অথবা তাহাদের কোনো একজনের তফসিলি ব্যাংকের কার্যাবলী অথবা অবসায়নের সহিত সম্পর্কিত কোন চুক্তিতে সম্মতির উদ্দেশ্যে কোনো মিথ্যা

উপস্থাপনা করিয়াছেন অথবা অন্য কোনো প্রতারণামূলক কার্যক্রম করিয়াছেন অথবা জড়িত ছিলেন, তাহা হইলে তিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধ করিবেন।

(২) যখন কোনো পরিচালক অথবা কর্মকর্তা কোনো সম্পত্তি এমন পরিস্থিতিতে বন্ধক রাখেন অথবা হস্তান্তর করেন, যাহা উপধারা (১)-এর অধীনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়, সেই পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি যদি সেই সম্পত্তি বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করেন, অথবা অন্য কোনভাবে গ্রহণ করেন, এই অধ্যাদেশের অধীনে তিনিও অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন।

৮৪. কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।— যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন অপরাধে কোনো কোম্পানি দোষী সাব্যস্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা অপরাধ সংঘটনের সময় পরিচালক, নির্বাহী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা বা সচিব ছিলেন, তাহারা উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না এইরূপ পরিচালক, কর্মকর্তা বা সচিব আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৮৫. জরিমানা।— (১) কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ১৩-এর উপধারা (২), (৫) ও (৭), ধারা ১৫-এর উপধারা (১) ও (২) অথবা উহার অধীন প্রণীত অথবা জারিকৃত কোনো বিধি, **প্রবিধান,** আদেশ, নির্দেশনা লঙ্ঘন অথবা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতার কারণে তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবেন এবং উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ৮৩-এর উপধারা (১)-এর দফা (গ)(ii), (গ)(vi), (গ)(vii) ও (গ)(viii) এর আওতায় সম্পদ স্থানান্তর অথবা অর্জন, এবং উপধারা (২) এর আওতায় সম্পদ গ্রহণ করিলে, উক্ত ব্যক্তি স্থানান্তরিত, অর্জিত অথবা গৃহীত সম্পদের বহি মূল্য (book value) বা অর্জন মূল্য বা স্থানান্তর মূল্য বা হালনাগাদ বাজার মূল্য, যাহা অধিক হইবে, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা **আরোপিত** হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ৮৩-এর উপধারা (১)-এর দফা (ঙ) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হইলে ঋণের হালনাগাদ সুদসহ ঋণের স্থিতির দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা **আরোপিত** হইবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ৮২-এর উপধারা (২)-এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত সম্পদ গ্রহণের প্রথম তারিখে উহার বহি মূল্য (**book value**) বা হালনাগাদ বাজার মূল্য, যাহা অধিক হইবে, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ এবং তহবিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঘোষিত ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার প্রয়োগ করিয়া যে পরিমাণ দাঁড়ায়, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবেন।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীয় বিবেচনায় যথাযথ সময়, যাহা অনধিক ৩০ দিন, প্রদানপূর্বক দারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৬) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব প্রদান না করিলে বা প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (১), (২), (৩) ও (৪)-এর আওতায় জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং সময়মতো জরিমানা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, উক্ত ব্যক্তির যে-কোনো অথবা সকল ব্যাংক হিসাব হইতে উপধারা (১), (২), (৩) ও (৪)-এ আরোপিত জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং আরোপিত জরিমানা যদি সম্পূর্ণ আদায় করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত জরিমানা আদায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে-কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক উপযুক্ত আদালতে আইনি কার্যক্রম শুরু করিবে।

৮৬. জরিমানা অন্য কোনো দায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।— এই অধ্যাদেশের ধারা ৮৫-এর অধীন কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কোনো জরিমানা এই অধ্যাদেশ অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে উক্ত ব্যক্তির উপর আরোপযোগ্য বা আরোপিত হইয়াছে এইরূপ কোনো দায়-কে ক্ষতিগস্ত করিবে না।

৮৭. অপরাধ ও দন্ড।— (১) কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ৮৩-এর উপধারা (১)-এর দফা (গ)(iii), (গ)(**iv**), (গ)(**v**), (ঘ), (চ), (ছ) ও (জ) এর আওতায় কোনো অপরাধ করিলে, উক্ত অপরাধের কারণে তিনি অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা জরিমানা অথবা অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড, অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন অপরাধ সংঘটিত হইলে প্রশাসক বা অবসায়ক বা রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি, অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক উপযুক্ত আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম শুরু করিবে।

৮৮. অপরাধের বিচার।— (১) এই অধ্যাদেশের ধারা ৮৭-এর অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার **অথবা** ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না।

FINAL DRAFT

৮৯. **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।**– এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), আপোষযোগ্য (Compoundable) এবং জামিন অযোগ্য (Non-Bailable) হইবে।

৯০. **অস্থায়ী প্রশাসন, ব্যাংক রেজল্যুশন এবং অবসায়নে নিযুক্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা, প্রশাসক এবং অবসায়কের সুরক্ষা।**– (১) অস্থায়ী প্রশাসন, ব্যাংক রেজল্যুশন এবং অবসায়নে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা, অথবা প্রশাসক এবং অবসায়ক বা রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি, এই আইন দ্বারা উক্ত কর্মকর্তার উপর অর্পিত ক্ষমতা বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সরল বিশ্বাসে কোনো কাজ করিলে বা কাজ হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ, অথবা দাবি উত্থাপন অথবা তাহাকে দায়বদ্ধ করা যাইবে না। এইরূপ কর্মকর্তা বা প্রশাসক বা অবসায়ক কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে বা প্রয়োগের চেষ্টা করিলে বা প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিলে উহা হইতে উদ্ভূত দায়বদ্ধতা হইতে তিনি সুরক্ষিত থাকিবেন, যদি না ইহা প্রমাণ করা যায় যে, ক্ষমতার প্রয়োগ বা প্রয়োগের চেষ্টা বা প্রয়োগ হইতে বিরত থাকা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল। ব্যাংক রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালনকালে ও পরে গৃহীত সিদ্ধান্ত, সম্পাদিত ব্যবস্থা, কৃত লেনদেনের কারণে রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারী বা প্রশাসক বা অবসায়ক বা রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিপূরণ, ব্যাংকের নিকট প্রাপ্য অর্থের পরিশোধ করিবার জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা বা কোনো নির্বাহী কার্যধারা গ্রহণ করা হইলে উহা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতিপক্ষ করা হইবে। উপরি-উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইরূপ মামলার আইনি ফি এবং অ্যাটর্নি ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের বাজেট হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় মনে করিলে, যে-কোনো উপায়ে, অস্থায়ী প্রশাসন, ব্যাংক রেজল্যুশন এবং অবসায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবে।

৯১. **বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজল্যুশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে আদালতের রায়।**– অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, উহার কোনো কর্মকর্তা, প্রতিনিধিত্বকারী বা উপদেষ্টার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে অথবা সালিশি প্যানেলে আপিল করে, আপিলের সময় বা পরবর্তী কোন আপিল বা আপিলের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম অথবা সালিশি কার্যক্রমে প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম কোনো প্রকার বাধা ব্যতীত অব্যাহত থাকিবে। যদি বাংলাদেশ ব্যাংক উহার ক্ষমতার মধ্যে এবং সরল বিশ্বাসে কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে তাহা হইলে আদালত অথবা সালিশি প্যানেল বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম নিষিদ্ধ, স্থগিত অথবা বাতিল করিবে না। পরিবর্তে, আদালত অথবা সালিশি প্যানেল সঠিক (justified) হইলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিকার প্রদান করিবে।

৯২. **বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান।**– (১) এই অধ্যাদেশে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীনে সরকারের নিকট হইতে তহবিলের প্রয়োজন হইবে এমন তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় তথ্য বিনিময় করিবে।

(২) সরকারী কর্মকর্তাগণ অথবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী বা বিষয়াবলীতে নিযুক্ত অথবা কর্মরত অন্য কোনো ব্যক্তি উপধারা ১-এর অধীনে বিনিময়কৃত সকল তথ্যের ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করিবেন না –

ক) আদালত কর্তৃক আবশ্যক হইলে; অথবা

খ) এই অধ্যাদেশের অধীনে তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে।

৯৩. **বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজল্যুশন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকে আপিল প্রভাবিত করিবে না।**– এই অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত, অথবা জারিকৃত কোনো বিধি, আদেশ, নিয়ম, নির্দেশনা, অথবা কোনো অনুরোধ অথবা বাধ্যবাধকতা আরোপের ফলে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি, অথবা যিনি আশঙ্কা করেন যে তিনি এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত, বিধি, আদেশ, নিয়ম, নির্দেশনা, অনুরোধ অথবা আরোপিত বাধ্যবাধকতা দ্বারা প্রভাবিত হইবেন, ক্ষেত্র বিশেষে যাহাই হউক না কেন, তিনি স্থায়ী অথবা অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা, কোনো নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ, স্থগিতাদেশ অথবা অন্য কোনো আদেশ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন না, যেইগুলি বাংলাদেশ ব্যাংককে সেই আদেশ কার্যকর করা হইতে স্থগিত, ব্যাহত অথবা বাধা প্রদান করিতে পারিবে।

৯৪. **রেজল্যুশন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা।**– (১) এই আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো রেজল্যুশন কাযক্রম এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের অব্যবহিত পূর্ব দিন পর্যন্ত চলমান থাকিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত রেজল্যুশন ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য উহা অব্যাহত থাকিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের অব্যবহিত পূর্ব দিন পর্যন্ত বিদ্যমান বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো নিয়ন্ত্রণকারী, তত্ত্বাবধানকারী বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পাদিত কোনো এগ্রিমেন্ট, সমঝোতা স্মারক

FINAL DRAFT

বা চুক্তি যাহা রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব প্রয়োগ এবং আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা সংক্রান্ত, উহা এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত এগ্রিমেন্ট, সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৯৫. তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি।— বাজারের আস্থা রক্ষার জন্য, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা (disclosure requirement) হইতে সাময়িক অব্যাহতি অথবা বাজার প্রতিবেদন, অধিগ্রহণ, এবং তালিকাভুক্তির নিয়মাবলি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ স্থগিত করিবার জন্য আবেদন করিবার অনুমতি পাইতে পারে, যেখানে এই ধরণের তথ্য প্রকাশ রেজল্যুশন ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারে।

৯৬. ফাইন্যান্স কোম্পানীসমূহের উপর এই অধ্যাদেশের কতিপয় বিধানাবলীর প্রয়োগ।— বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময়, আদেশ দ্বারা, এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, তফসিলি ব্যাংকসমূহের রেজল্যুশন সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩-এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে-কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানীর ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ (Mutatis Mutandis), প্রযোজ্য হইবে, যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নিম্নোক্ত বিষয়ে উহা প্রয়োজনীয় —

ক) আর্থিক স্থিতিশীলতা উৎসাহিত করা; অথবা

খ) উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা অথবা কার্যাবলী সম্পর্কিত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা।

৯৭. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সময় সময়, এই অধ্যাদেশের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ সকল প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং উহার পরিবর্তন, সংশোধন, সম্প্রসারণ, সংযোজন বা বিয়োজন করিতে পারিবে।

৯৮. প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, এই অধ্যাদেশের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ সকল প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন এবং উহার পরিবর্তন, সংশোধন, সম্প্রসারণ, সংযোজন বা বিয়োজন করিতে পারিবে।

৯৯. অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে বাংলা পাঠের প্রাধান্য।— এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

FINAL DRAFT

FINAL DRAFT